রুদ্রাক্ষে বিধৃত

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

RUDRAKSHE BIDHRITO

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল, ২০১১

গ্রন্থসত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক পি ওয়ান এইচ

শেরউড এস্টেট

১৬৯ এন এস বোস রোড

কলকাতা - ৭০০ ১০৩

পরিবেশক

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

স্বামী বিবেকাত্মানন্দ

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- আগুন ও জলের পিপাসা
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য

দুঃখ

কাল পথে পথে গেছে ধুলোতে বালিতে
কাল ঝড়ো হাওয়া ছিল সারাদিন রাত
কাল তুমি মনে মনে কাগজে কালিতে।
কাল তুমি ছড়িয়েছ দৃষ্টির সম্পাত?

আজ এই সকালে আমি তোমার ওমুখ
খুঁজতে বেরিয়েছি—দেখ ব্যথিত ব্যাকুল
পথে পথে—হাহাকারে ভরে আছে বুক
পড়ে আছে রাশি রাশি গন্ধম্লান ফুল।

এইভাবে আজ যায় কাল যায় দিন
তোমাকে পেয়েছি কিনা পাইনি স্বভাবে
কাকে বলে পাওয়া? বাড়ে জীবনের ঋণ।
এইসব লাভ ক্ষতি যাবে? কবে যাবে?

বলো না ও দুঃখ, আমি পারি না যে আর
জানি না কিসের দুঃখ কেন কষ্ট, বলো
কখন গোধূলি ম্লান আলোতে তোমার
শুচিস্মিতা পদ্মমুখ দেখবো ছলোছলো?

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে, খুবই কম, হাত রাখি শাদা দুটি পায়ে
দুটি শাদা পদ্ম রাখি, চেয়ে থাকি, প্রার্থনার মতো
চোখের জলের ফোঁটা পাতায় গড়িয়ে পড়ে যতো
ততো তুমি ভেসে যাও কাঁসাই নদীর জলে। আমি সে বিদায়ে

কেঁপে উঠি ছিঁড়ে যায় হৃদয়ের শিরা চোখে ঝরে অবিরল
তোমার চোখের স্পর্শ, তোমার রহস্যঘন আলো আর ছায়া
সুদূরে মিলায়, তীরে পড়ে থাকে সুগন্ধী সজল
শাদা উত্তরীয় খানি। ল্যাভেণ্ডার বনে স্তব্ধ হাওয়া।

এখন

কাউকে কিছুই বলা মূঢ়তা এখন
এমনকি নিজেকেও।
কি যে এক হাওয়া
সমস্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়
পথে পথে প্রান্তরে কোথাও।
এত শুষ্ক শীর্ণ দীন ধর্মহীন ছন্নছাড়া হাওয়া
ওঠেনি কখনো; ওঠেনি কি?
এমন পিপাসাদীর্ণ দিন!
চোখেও কি তাতল সৈকত!
বুক ভ'রে ওঠে অন্ধ গোধূলিতে আজ
বিষণ্ণ বিশ্বাস
নড়ে চড়ে বসে আজও তার
অন্ধকার মাটির দাওয়াতে
কাউকেই কাছে পেতে নেই?
কাউকেই?
আমাদের মাঝখানে
নীল ব্যবধান
সমুদ্র-বিস্তার ঢেউ হাঙর লবণ
চোখে শুধু চোখে চাওয়া শুশ্রূষা! উধাও—
টলে পড়ে যায় সব
মিথ্যে হয়ে যায়
ভালবাসাহীন তীব্র ধারালো হাওয়াতে।

তুমি

তুমি তার হাত ধরে ধরে
এনেছিলে এই ছোট ঘরে
সুগন্ধে ভরিয়ে গেছ নিয়ে
পুরনো গমনপথ দিয়ে
তোমার ইচ্ছায় ভেসে যায়
সে প্রতিমা গঙ্গা যমুনায়
পড়ে থাকে উদাসীন তীর
শুধু তীব্র ব্যাকুল সমীর
আত্মহারা কাঁদে রাত্রি দিন
এই গল্পে কাহিনীবিহীন
তুমি তার মুখর মণ্ডল
ব্যাপ্ত করেছিলে ভেঙে জল
তার দুটি নিষ্পলক চোখ
অধিকার করে সব শ্লোক
শ্লোকোত্তরা তোমার ইচ্ছায়
কান্না পায় শুধু কান্না পায়
আর অন্তহীন জলে ঝড়ে
তাকে এনেছিলে মনে পড়ে

ছন্দপতনের কবিতা

তোমাকে খাইয়ে দেব ধুইয়ে মুছিয়ে দেব মুখ
হাতে ধরে বসাবো শয্যায়, শোবে, আমি শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাওয়া দেব, তোমার ঘুমন্ত মুখে তাকাবো সজল
বাইরে মেঘ বৃষ্টি ঝড় থাকতে পারে অথবা রোদ্দুর
এরকম একটি ছোট দুপুরের জন্যে পায়ে বেঁধেছে নূপুর
একটি কবিতা, তার শব্দ-ধ্বনি-ব্যঞ্জনা-বিহ্বল
ছন্দপতনের রক্তগোধূলিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি স্থির।

হাওয়া

এইভাবে দেখা? আমি আর কাছে যাবো না তোমার।
কিছুই হয়নি জানি, কাছে দূরে সব অর্থহীন
কয়েকটি শব্দের ধ্বনি যেন শুকনো পাতার মর্মর
যেন বিকেলের ক্লান্ত ম্লান আলো একটি পথরেখা—
এই ভালো স্বাভাবিক, আবেগতাড়িত ভীরু মন
প্রশ্রয় না দেওয়া ভালো, আর আমি যাবো না কখনও।
সূর্যাস্ত; আমার ছায়া দীর্ঘতর, টলোমলো নদী
আসক্ত সমস্ত ধুলো বালি পাতা উড়ে যায় আজ
আমাকে আচ্ছন্ন করে আমাকে নির্বেদ করে গেরুয়া কার্পাসে।

দুর্বলতা

দুর্বলতা, তুমি আর কী নতুন দুঃখ দেবে আজ?
আমি বহুদিন এই উন্মাদ ব্যথায় জেগে আছি।
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় দুঃখ বলে কিছু নেই আজ আর
কোনো অনুতাপ নেই জন্মজিজ্ঞাসার আর্তি নেই
নীলাঞ্জন শিখা নেই অপ্রতিভ চমকে ওঠা নেই
দুর্বলতা, আমি সেই অদাহ্য অচ্ছেদ্য ক্লেদাহীন
জেগে আছি সবটুকু বিশ্বাসের অন্তিম নিঃশ্বাসে।
কোনো স্মৃতিরেখা দেহ ছোঁবে না আমাকে আজ আর
কোনো শুভ্র শুশ্রূষার ছোঁয়া আর নাগাল পাবে না
আমার পালকগুলি পড়ে থাকবে বালির চিতাতে।

দিনলিপি

তুমি একটি চিঠি লিখলে আমি একটি কবিতা লিখতাম
না লিখলেও, লিখে রাখছি কয়েকটি সামান্য দিনলিপি
একটি ভ্রূভঙ্গি একটি স্মিতহাসি একটি ব্যাকুলতামাখা হাত
একটি সানুনয় দৃষ্টি একটি শিহরিত শান্ত নির্মল নিঃশ্বাস
একটি পুষ্পিত স্পর্শ আভাময় শুচিস্নিগ্ধ বিনম্র প্রণাম
একটি পুলকিত পূর্ণ দুপুর বিমুগ্ধ চিত্তে আকাশে, লিখলাম!

লুপ্তস্মৃতি

যদি বলি চিনতে পারবে না
যদি বলি চোখ ফিরিয়ে নেবে
যদি বলি, যদি বলি—, ভুল?
এরকমই—এরকমই, তবে
দুর্বোধ্য গল্পের রেখাগুলি
থমকে দাঁড়ায় বারান্দায়
চমকে তাকায় সিসুপাতা
বলে মেঘ বলে বৃষ্টি বিদ্যুৎ ঃ শুনো না
বলুক; ও নাম ভুলো, ভুলে যাও, কেউ
তামাশা করেছে, তা কি মনে রাখে, কেউ
কৌতূহলবশে একটু হেসেছিল, কেউ
নিতান্ত মজায় শুধু এসেছিল, সব
ভুলে যাও, বলে হু হু হাওয়া
পোড়ো ভিটেয় ফণিমনসা ঘাসে
বৃদ্ধ অশ্বত্থের জীর্ণ শাখায় শাখায়
মান্ধাতার অন্ধকার পেঁচা
ভোলো, সব ভোলো, ভুলে যাও
লুপ্তস্মৃতি ঘুমোও নির্জনে।

ঘুম

অনেকদিন জেগেছো আজ ঘুমোও
অনেক রাত জেগেছো আজ ঘুমোও
ব্যথার ভারে কাতর তুমি ঘুমোও
আমি তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখি
জ্যোৎস্না এসে দাঁড়াক জানালাতে
ওষ্ঠ চিবুক চুমোয় ছোঁক হাওয়া
কাঁপুক সুখে একটি ভীরু তারা
তোমার ভীষণ দুঃখী চোখের পাতায়
তোমার ভীষণ কষ্ট পাওয়া মুখে
আমার চোখের জলের ফোঁটা ঝরুক
ঘুমোও তুমি ঘুমোও তুমি ঘুমোও
আমি তোমার ঘুমন্ত মুখ দেখি
ভালবাসার কাঙাল পথে পথে
কেটেছে দিন দেখেছি সব আমি
দেখেছি সর্বস্বহারা হাতে
রয়েছে ধুলো বালি ও ছেঁড়াপাতা
দিয়েছো ওই হৃদয় যাকে যাকে
আমি যে চিনি তাদের তারা গেছে
ধাতব লাল জগতে পেতে আরও
ঘুমোতে তুমি গভীর সুখে, আমি
তাকিয়ে থাকি তোমার শুচিমুখে

সময়

নদী আছে। নক্ষত্রও আছে। আছে এখনও সময়।
স্পর্শকাতরতা আছে। কোমলতা সজলতা আছে।
ধর্ম আছে। বিশ্বাসপ্রবণ সন্ধ্যা স্তব ও আহ্নিক।
শুচিতা। সুন্দর। তীব্র টলোমলো পদ্মের পাতার
জীবনও। এবার তুমি অধিকারহীন এসো; বলো
শব্দের মৃণালে সব দল মেলে ফুটে উঠবে কিনা!

ফেরার পথ

এবার ফেরার পথ। রাশি রাশি শুকনো লাল পাতা।
খড় তীক্ষ্ণ কাঁটালতা পাথর উৎরাই ধ্বংসবীজ।
অন্ধকার। ঝড়ো হাওয়া। বজ্র ও বিদ্যুৎ। খালি হাত।
উপুড় উন্মুখ বৃষ্টি। ডানা ভাঙা পাখি। হাহাকার।
এসব ফেরার পথ। অশ্রুবাষ্প। ছলাৎছল নদী।
বিস্মৃতি। বিস্মৃতি। আর মনে নেই কারো নাম। মুখের মণ্ডল।
চোখের আস্তীর্ণ নীল। ওষ্ঠের যমুনা। শ্লোক স্তব।
পরাগসম্ভব পূর্ণ দুপুরের সোনার নূপুর ধমনীতে।
এবার ফেরার পথ। এবার ফেরার পথ। এবার ফেরার পথরেখা।

এখন নিজেকে

দেখা হয়েছিল নাকি? তা হবে। এখন
বিস্মরণ মুছে দেয় লেখাগুলি শ্লেটে।
আকাশ ব্যাকুল হাতে ডাকে আয় আয়।
সমস্ত দেখা ও শোনা ঝরে যায় জলে
শুধু কার স্নেহ স্পর্শ অন্ধকার হলে
শিয়রে শিহর আনে, কাঁপে ধ্রুবতারা।
এখন নিজেকে ভুলতে ফিকে হয় রাত
ঝাপসা হয় পৃথিবীর অনিবার্য পথ।

সে

কেউ আমার জন্যে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি
কেউ আমার জন্যে এসে ফিরে যায়নি একা
কেউ আমার জন্যে কেউ আমার জন্যেই—

তবু যেন কার স্পর্শ দরজায় সোফায়
তবু যেন কার শব্দ শূন্যতার নীলে
যেন গন্ধ যেন রূপ অনন্ত নিখিলে

সে আমার কেউ নয়, সব চোখ দিয়ে
দেখেছি কেবল, আজ চোখে ঝরে জল।

মার্জনা

আমার সমস্ত দুর্বলতা
আজ তুমি পড়েছ গোপনে
আমি সব লুকিয়েছিলাম।

তুমি কষ্ট পেয়েছো নিশ্চয়ই।
আমার যে কান্না পাছে আজ।

তুমি ভালবাসো চিরকাল
তাই করছি প্রার্থনা মার্জনা।

বৃত্ত

ঘুরেফিরে সেই এসে দাঁড়াই
দাঁড়িয়ে ব্যাকুল হাত বাড়াই
সরে যায় তত নিবিড় নীল
তামাশা এমনই কি অনাবিল
চলে যাই যত তত সে মুখ
ধাবমান পিছু কি উৎসুক
ঘুরে তাকালেই ধূধূ হাওয়া
ঘুরেফিরে একই চাওয়া পাওয়া
তবুও অন্ধ হাত বাড়াই
তবুও সেখানে গিয়ে দাঁড়াই।

খালি

যে পথে যেতে বেজেছো শুধু
নীরবে ছলোছলো
সেখানে আজ গেরুয়া ধূ ধূ
তুমি কি যাবে, বলো?
যেখানে ছিল হৃদয় ঢালা
দুপুর, দেবদারু
সেখানে আজ কি যেন জ্বালা
কি যেন ব্যথা কারও
অনেকদিন বলোনি কিছু
কিশোরী নদী, তুমি
কি যেন ছিল দিনের পিছু
রাতের বনভূমি
আমাকে ডাকে নিভৃত তারা
আমাকে ডাকে জল
কে যেন গাঢ় আত্মহারা
কোথায় ছলাৎছল
এমনই যত গল্প সব
কাহিনী, সব রেখা
গলেছে জলে, কিসের স্তব?
হবে না আর দেখা
এবার যেতে যেতেই তার
স্মৃতিতে মোড়া হাতে
জন্ম ভরে মৃত্যুভার
অন্ধকার রাতে
দিলাম, আর নিলাম খড়
দুঃখী ধুলো বালি
বাস্তুজমি, কোথায় ঘর,
কিছুই নেই, খালি!

জল

এখনও গিয়ে তাকিয়ে থাকি দূরে
সকাল যায় দুপুর যায় ঘুরে
বিকেল আসে ছড়িয়ে ম্লান ছায়া
এ পথে তার এখনও আসা যাওয়া

জানি সে আর আমার এই হাতে
নেবে না কিছু সরিয়ে নেবে চোখ
সহসা ঝড় জলের খুব রাতে
হৃদয় ভয়ে স্তব্ধ নিরালোক

আমি তো কিছু বলিনি কোনোদিন
সেও তো কিছু রাখেনি কোনো ঋণ
আমরা সব পেরিয়ে বহুদূরে
সকাল গেছে দুপুর গেছে ঘুরে

এসেছে ছায়াগোধূলিরেখা নিয়ে
নেমেছে নীল নেমেছে অবিরল
আসতে যেতে যাবে কি রেখে দিয়ে
একটি ফোঁটা স্বাতীর সেই জল!

মুক্তো হবে মুক্তো হবে, হলে
তুমি কি নেবে? প্রমাণ করার ছলে?

পুঁথির পাতাতে

যৎসামান্য অধিকারে শুধু দুটি চোখের আকাশ
সব চোখ দিয়ে স্পর্শ করেছি। এখন যোজন ব্যবধান।
আর কোনো কথা নেই। আর কোনো কথা নেই। আর
কোনো কথা নেই। শুধু স্মৃতিভার দিগন্ত অবধি।
ভার কেন? ওই স্পর্শ বহুদিন লঘুপক্ষ মেঘের মতন
শারদীয় নীলাকাশে ভেসে ভেসে ভেসে ভেসে গেছে
নির্ভার সত্তার, তার রূপরসগন্ধশব্দ সমূহ প্রতিভা
লিখিয়ে নিয়েছে নাম পৃথিবীর পুঁথির পাতাতে।

পাতাল

তাহলে যাব না আর, ডেকে ডেকে ফিরে যাক হাওয়া
অন্ধকার বৃষ্টিধারা সমূহ প্রপাত আরাধনা
শরীরসর্বস্ব দিন রাত্রির ইন্দ্রিয়হীন জল
স্পর্শাতীত ব্যথাভার, তাহলে যাব না আর, তাকে
ছোঁব না কখনও, বৃদ্ধ অশ্বত্থ, জন্মের প্রিয় নদী
মৃত্যুর নিহিত স্রোত, নিথর ধমনী ছিন্ন শিরা
ধূসর স্মৃতির শুকনো পাপড়ি আর প্রচ্ছন্ন পরাগ
যাব না, নেবো না, ওই মেঘ বন্ধ ক্ষতমুখ চেপে
ফিরেছি নিজের কাছে মুখোমুখি স্বরচিত লোকে
নিয়তি-নির্দিষ্ট স্থির নির্ধারিত নিহিত পাতালে।

আসা

আসেনি সে। আমি জানি, যে আসে সে যায়
একই পথরেখা ধরে একই বৃষ্টিরেখা ধরে একা
এবং কখনো আর তার সঙ্গে আর আমার দেখা
হবে না বলেই দূর সূর্যকরোজ্জ্বল শাদা কাঞ্চনজঙ্ঘায়।
আসেনি সে। শুধু মনে হয়েছিল, হয়তো এসেছে
হয়তো এসেই চলে গেছে, তার একটি নূপুর
পড়ে আছে খসে দুটি পা থেকে কি? জানে না দুপুর
জানে না ধমনী শিরা। আসেনি সে। দাঁড়িয়ে হেসেছে।

একজন সর্বস্বহারা

যেকোনো ব্যথার কাছে নতজানু হতে বলে জবা
দুচোখে শুশ্রূষা নিয়ে শিয়রে দাঁড়ায় এসে নদী
আহত বৃষ্টির রেখা চলে যায় ঘুমোও ঘুমোও তুমি বলে
নির্ধারিত পথে স্তব্ধ পড়ে থাকে আমরণ আরাধনা জয়
কিছুই থাকে না, সব গল্প গলে যায়, সব, নিরঞ্জন জলে
দুর্গামণ্ডপের ধুলো ধোঁয়ায় জাগ্রত স্থির খড়ের প্রতিমা
দ্বিচারিণী স্মৃতি থেকে উঠে আসে জলমণ্ডলের ম্লান মুখ
দেবদারুর ছায়া থেকে আর এক ছায়ার মধ্যে দিয়ে চলে যায়
একজন সর্বস্বহারা প্রেমিকের পাথরের মর্মর বিগ্রহে
পড়ে থাকে ধূপাধার ছাই কাঠি চন্দনের পিঁড়ি
ভবিতব্যমোড়া মেঘ অনিবার্য রক্তরেখাঝড়
যেকোনো দুঃখের কাছে শরণাগতিতে সে তো স্থির
দেখোনি? জানো না তার অন্ধকার তোমারই ব্যাকুল এলোচুল!

চোখের ভুল

সমস্ত চোখের ভুল? চোখ এত ভুল করে? চমৎকার ভুল!
চশমায় এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝাপসা করে দিতে পারে পথ!
নিজেই নিজের দোষে মানুষ দাঁড়ায় এসে এমন কিনারে
সমস্ত গল্পই তবে এরকম? জলরেখা বৃষ্টিরেখা ছায়ারেখা শুধু?
ছলাৎছল নদী তার অন্ধকার টের পাচ্ছি ধমনীতে আজ
পুড়ে যাচ্ছে ধূপাধার বিপজ্জনক রাত্রি পার হচ্ছে স্খলিত শ্রমণ
সপ্তর্ষি দেখাচ্ছে তীব্র অসন্তোষ; আর এখন তার
সংঘে ফিরে লাভ নেই, গৃহ নেই, নাম ভুলে যাওয়া গ্রাম নেই
শুধু উট, মরুচোখ, গেরুয়া কার্পাস, টলোমলো শ্রমজল
সমস্ত চোখের ভুল! কাঁটাতার। ছিন্ন দেহ। ঠাণ্ডা হিম ঘুমন্ত ইস্পাত।

ইচ্ছা

একবার তুমি এসে মুছে দেবে এই মুখ তোমার আঁচলে
একটি এমনই ইচ্ছা জীর্ণতর কেঁপে ওঠে ছলো ছলো চোখে
আর তার সমুদ্র বিস্তার হাহাকার
নিচু হয়ে শুষে নেয় ব্যথিত আকাশ।

আমি

কিছুই হলো না? স্তব্ধ গোধূলিবিষাদ স্মৃতিমুখ
ঢিলেকোঠা ধূ ধূ মাঠ অন্ধগলি পুরনো অসুখ
ভালবাসা প্রতিশ্রুতি স্বপ্ন শিশুকাল বাল্যকাল
অচেনা কৈশোর নীল বয়ঃসন্ধি যৌবনমাতাল
লুপ্ত ভিটে সুপ্ত পথ স্থির স্বচ্ছ গ্রাম্য সরোবর
রূপকথার নট নটী অর্বাচীন ছায়াযাদুঘর
কিছুই হলো না? জন্ম মৃত্যু জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ
দুর্বোধ্য সঙ্কেত চিহ্ন ভবিতব্য প্রারব্ধের দাহ
উল্টোপাল্টা রেখাচিত্র মুখের আড়ালে মুখগুলি
না পড়া গল্পের মতো, পট আঁকছে রোদ্দুরের তুলি
পাড় ভাঙছে পাড় গড়ছে নাদেখা নদীর দুটি হাত
প্রচ্ছন্ন শ্লেষের মতো দিন আর রাত দিনরাত
কিছুই হলো না? হয় না। কারো কিছু। বলিনি তোমাকে?
আমি যাই আমি আসি। তুমি হাসো। আমি পড়ে থাকে।

নদীর নাম

লুকিয়ে রেখেছো? না তো। সব উন্মুক্ত।
প্রতিটি শব্দ ও নদীর নামযুক্ত।
কী করে লুকোবো সহস্রদল পদ্ম?
ঠিক চিনে নেবে যত বেশ করি ছদ্ম।
হৃদয়ের কাছে আরও একবার শিখলাম
নিকষিত হেম ও নদীর নাম লিখলাম।

আবার শুরুতে

দেখ তবে স্মৃতিমুখে সমস্ত পাথরগুলি রাখতে পারি কিনা
বহু ক্ষয় বহু ক্ষত সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর।
দুঃখ তো ত্রিবিধ; তবে? একে তুমি বলো যে বিলাস!
সে তো লীলাচ্ছল! তুমি দেখ আজ আবার শুরুতে
ফিরতে পারি কিনা গঙ্গাযমুনা রেখায় আঁকা পথে।

গোধূলি বলেছে

জানি না কী করে পূর্ণ দুপুর চূর্ণ দুপুর
বিকেলের জলে ভেসে গেল।
এই গোধূলিবেলা
হেসে হেসে বলে, চলে এসো এসো
সন্ধে হবে
বাড়ি যাবে না কি, পথে পথে
গেল সারাটা দিনই
কে আনবে কাকে নিতে এতক্ষণ
দাঁড়িয়ে আছো?
দেখ মর্মরে ঝরে ঝরে পড়ে যা কিছু গোপন
যা কিছু মুঠোয় লুকোনো
যা কিছু বলোনি এখনও
বলে যেতে হবে দিয়ে যেতে হবে নিয়ে হাতে শুধু
নীল শূন্যতা।
ভালবাসো ব'লে
দাঁড়িয়ে রয়েছো
ভালবাসো ব'লে
পাঁজরতলে
এত জলে ঝড়ে জাগরপ্রদীপ নেভেনি এখনও
সে আসবে তবে সে আসবে ঠিক
ব্যথিত প্রদীপ
তারই, সেই আলো মুখে পড়ে তার
মিলিয়ে যাবে
গোধূলি বলেছে, তুমি পাবে ঠিক পাবেই পাবে।

মধ্যযাম

ফিরে যাক। আসেনি যে তার ফেরা যায়?
যায়। পড়ে থাকে স্তব পাথর প্রণাম।
বিকেলের ছায়ামুখ। আসা ও যাওয়ায়
ব্যবধানহীন এক গাঢ় মধ্যযাম।

তুমি আছো

তুমি থাকো।
সারাটা দিন
সারাটা রাত
গ্রীষ্ম বর্ষা
তুমি থাকো।
যাই বা না যাই
জাগি ঘুমোই
ব্যথার মধ্যে
তুমি থাকো।
সুখের মধ্যে
গভীর দুঃখে
কাজে কথায়
বৃষ্টি রেখায়
তুমি থাকো।
আমার ঠোঁটে
আমার ডানায়
একলা ভীষণ
বসে থাকায়
তুমি থাকো।
অনাশ্রয়ে
আমার হয়ে
পরাজয়েও
বিশ্বাসে বা
অবিশ্বাসে
তুমি থাকো।
অন্তবিহীন
যাতায়াতে
আমার হাতে
তোমারই মুখ
তুমি আছো।

চাঁপা

আমার কিশোরী চাঁপা ফোটেনি এখনও
তবু তার ছলোছলো চোখে কাঁপে জল
বুকে কাঁপে ব্যথাভার আর তার মনও
কেঁপে ওঠে, যেই কাছে যাই করে ছল।

আমি তার মাটি খুঁড়ি জল ঢালি নিজে
ঢলো ঢলো পাতা ছায় শাখায় শাখায়
ছুঁতে গেলে ছায়া তার বিচলিত কী যে
কবে যে ফোটাবে ফুল ঃ রাত্রির পাখায়

ভর করে নেমে এসে শুধায় আমাকে
দ্বিধা থরো থরো প্রেম ঃ একটি কবিতা
কিশোরী চাঁপার কাছে ভোরে এসে রাখে
তারই দেওয়া স্মৃতি। সে কি এখন দীক্ষিতা!

জানি না। তবে যে তার আছে জপমালা
কথামৃত। সে কি পড়ে সে কি নেয় নাম?
জানি না। আমার দরজা বন্ধ ঝোলে তালা।
সে ফুল দিলো না। আমি কবিতা দিলাম।

সকাল বিকেল

একবার তোমাকে ছুঁয়ে চ'লে গেছে দুপুরের রোদ
আমার বিকেল থেকে কতোদিন যাবজ্জীবন
তারপর থেকে শুধু দিনরাত জলের সরোদ
আসতে যেতে কষ্ট হয়? বুকে চেপে সমূহ শ্রাবণ?

একদিন তোমাকে ছুঁয়ে কেঁপে কেঁপে একটি মৃণাল
মেলে দিয়েছিল তার দলগুলি পরাগসম্ভব
আজ তার সরোবরে ভরা বর্ষা উথাল পাথাল
তোমার সমস্ত বৃষ্টি শুষে নেয় প্রপন্নার্তি স্তব

সমস্ত গল্পের শেষে আর একটি গল্পের সম্ভাবনা
থাকে। তাই এত কান্না পৃথিবীতে। চাঁদ ডুবে গেলে
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ ডাকে, কিন্তু আমি কিছুতে যাব না
তোমার সকাল আমি ছুঁয়েছি যে আমার বিকেলে।

ভোর

তুমি এই বৃষ্টির দুপুরে
ভিজিয়েছ চম্পক আঙুল?
সমস্ত মেঘের পাড়া ঘুরে
কুড়িয়েছ বকুলের ফুল?

তুমি এই বিষণ্ণ বিকেলে
মেলেছ দিগন্তে দুটি চোখ?
সন্ধ্যার কবরী ভেঙে ঢেলে
দিয়েছ কি রাত্রির স্তবক?

তোমার সকালবেলা তবে
কোথায় দিয়েছ কাকে? তার
ঘৃণাক্ষরে লেখা ক'টি স্তবে
সইতে পারে এত বৃষ্টিভার!

অপেক্ষাকাতর চোখে জল
ছিন্নমেঘ একটি কিশোর
রক্তে ধমনীতে ছলছল
জবাকুসুমসংকাশ ভোর।

কলঙ্কশীলিত

কিছুই হলো না, হয়নি, লেখা হলো একগুচ্ছ কবিতা
যাদের প্রতিটি শব্দ মাত্রা ঘিরে তুমি রয়ে গেছো
প্রত্যেক পংক্তিতে তুমি ওতপ্রোত শিরায় শোণিতে
কখনও পড়বে কি? তাও জানি না, তবুও লেখা হলে
তোমার চোখের ভাষা চুরি করে একগুচ্ছ কবিতা
কলঙ্কশীলিত কবি যেন তুমি তাকে ক্ষমা করো।

দুর্ঘটনা

লিখিয়ে নিয়েছো শালুমোড়া এই পুঁথি
পামীরপ্রমাণ একটি দারুণ ভুলে
একটি কিশোর দিয়েছে আত্মাহুতি
অনুশোচনায় রয়ে যাবে এলোচুলে?

প্ররোচনা ছিল মেঘেদের বৃষ্টিরও
কবিতা কি কম চেষ্টা করেছে কিছু
অনতি-উনিশ কিশোরী, তোমার হিরো
প্রাণপণে ছুটে আলেয়ার পিছু পিছু!

স্তোত্র

তোমাকে যে মণিহার দেব
বিবাহে তোমার
তা কি পরতে গেলে বাজবে? তবে
অসার্থকতার
এই স্তোত্রগুলি যদি দিই?
তোমার অঞ্জলি
কনকভস্মের মতো জাহ্নবীর জলে
দেবে জলাঞ্জলি!

তোমার জন্যে

এই যে আবার ফিরতে হলো
তোমার জন্যে
এই যে আবার লিখতে হলো
তোমার জন্যে
এই আমরণ অন্বেষণের
সার্থকতা
ফুটলো বুকের দীঘির বুকে
পদ্ম হয়ে
ছুটলো ব্যাকুল হাওয়ায় মধুর
গন্ধ হয়ে
ঘুচলো জটিল সব আবরণ
হাসলে তুমি
ভাসলে নামের সঙ্গে সঙ্গে
প্রলয় জলে
এই যে আমার বিশ্বাসে স্থির
শব্দগুলি
নিঃশ্বাসে নীল শূন্য হলো
স্পর্শকাতর
তোমার জন্যে তোমার জন্যে
তোমার জন্যে

বৃষ্টিধারা

যত রাত্রি হোক
আমি চাই ফুলের স্তবক
হাতে নিয়ে দাঁড়াব চৌকাঠে
যদি নেমে আসে
গঙ্গা যমুনা-লোকের বৃষ্টিধারা
দিগন্তবিহীন মাঠে মাঠে।

সত্যকাম

আমি সত্যকাম কিনা
জেনে নেবো বলে
রাত্রির আঁচলে
ও নদীর নাম
লিখেছি।
লিখলাম।

অসম

অসমসাহসী কবিতায়
মুখের অঞ্জলি
ভেসে ভেসে যায়
জাহ্নবীর জলে
কেবল তোমার জয় হলে
আমার বিদায়।

যদি

যদি হাতে হাত রাখি, তুমি
ঘৃণার মৃণালে
ফোটাবে না ভালবাসা?
যদি
ওষ্ঠের পিপাসা নিয়ে যাই
যমুনা, হবে না তুমি নদী?

সারাদিন সারারাত

সারাদিন তাকিয়ে তাকিয়ে
সারারাত তাকিয়ে তাকিয়ে
কার মুখমণ্ডলের জলে
ভাসতে চেয়েছিলে এতদিন!

মরুপথিকের দোষ নেই।
আছে? তার সমস্ত বিভ্রম
তার ব্যর্থ পথরেখা শ্রম
দিক চিহ্নহীন ধূ ধূ বালি
ভবিতব্য। তার দোষ আছে?

সারাদিন আগুনে তাকিয়ে
সারারাত হিমে পুড়ে চেয়ে
কার জলমণ্ডলের মুখ
দেখতে চেয়েছিলে তুমি প্রেম!

পদ্মবন

তুমি তো আমার নও জানি
তবু এ বুকের রাজধানী
সাজায় তোরণ
তুমি আসবে বলে তুমি
ভালবাসবে বলে
উত্থিত সর্পিল পদ্মবন।

সিঁড়ি

এখন তো আর তুমি নেই
তবু আমি ছত্রিশটি সিঁড়ি
উঠি নামি উঠি নেমে যাই
এখনও পড়াই
আকাশ-লোকের নদীটিকে।

জ্বর

'প্রৌঢ়কে প্রেমিক বলে স্বীকৃতি দেবে না?'
ভারতীয় দর্শনের ক্লাশে
বৌদ্ধ নির্বাসনা
মেলেছিল বাসনার এত ডালপালা?
অন্ধ মূঢ় পিতলের তালা
খুলে তুমি এসেছো ভিতরে
দুচোখে শুশ্রূষা নিয়ে আমার
প্রবল ধূম জ্বরে।

প্রার্থনা

একদিন একা হও একদিন একা হও একদিন
তুমি একা হও
নির্জনে আমার
রক্তপদ্ম কাঁপে দেখ পা রেখেছে ব্যাকুল প্রার্থনা।

চুপ

কেউ তো বকে না এরকম
উঠোনের দোপাটি ক'টিও
কতো চুপ, বাগানের জবা
আমার মতন এরকম
কেউ কিছু বলে না নদীকে।

আমি বড় বেশি কথা বলি?
কী কথা? আমার কী কী কথা
বলা আজও হয়নি তোমাকে?

জানি না, কথা তো কিছু নেই
বলেছি তো, ভালো আছো? শুধু
তারপর কোলাহল ভিড়
তারপর পিষ্ট পথে পথে
হৃদয়ের শান্ত নীরবতা

আজ দেখ সারাটা সকাল
আজ দেখ সারাটা দুপুর
সমস্ত বিকেল সারারাত
শব্দহীন শব্দের ভিতর
বাজাবো তোমার কণ্ঠস্বর

আমি শুনবো বসে চুপ করে।

পেরিয়ে যাচ্ছ

এই তো পেরিয়ে যাচ্ছ পা ফেলে পা ফেলে
মায়াবী সকালে
আমার বাড়ির সামনে দিয়ে
ঝরিয়ে বকুল
আমি আর ভুল
করবো না অমন
আমি যাবো না পথের মধ্যে আর
বড় অন্ধকার
আমার গোধূলি নেভা পথে
এও জানি তুমি কোনোদিন
নববর্ষ কিংবা বড়দিন
স্মরণ করবে না
আর একটি বইয়ের পাতা হয়তো
হলুদ হয়ে যাবে
তোমাকে হবে না দেওয়া আর
শেষ হলো আমাদের সব দেখাশোনা।

কেন যে

কেন যে যাব না, গেলাম না, কেন কষ্ট পেলাম
দ্রুত অস্থির পায়চারী করে ক্লান্ত হলাম
কেন যে মুঠোর ভীরু ভালবাসা
পথের ধুলোতে
ঝরে পড়ে গেল, নিলে না নিলে না
ভালবাসা কেন নিলে না বলো তো
কেন বললে না কোনো কথা
আমি চলেই এলাম
কোনোদিন আর দেখবো না আর
দেখতে পাবো না
এই ভীরু মুখ ওই ভীরু মন ব্যথিত হৃদয়
ছোঁয়াই হলো না তোমাকে
আমার দিন গেল রাত

হার

রুদ্রাক্ষ দিয়েছি, দুঃখ হয়
একটি সোনার হার দেব
বলে তুলে রেখেছি ঝুলিতে

কিন্তু কবে দেখা হবে আর
কী ভাবে যে পাঠাবো কে জানে

যদি একটিবার শেষবার
আবার এ ঘরে আসতে তুমি

রুদ্রাক্ষ দিয়েছি ওই হাতে
ওই পদ্মে ও কোমলতাতে

দুঃখ হয় কষ্ট হয় খুব
সোনার এ হার রোদে জলে

কী করে পরাব কোন ছলে

শীতের আঘাতে বৃষ্টিরেখায় গ্রীষ্মের লু-য়ে
অর্বাচীনের মতো লিখে রাখা
কটি কবিতায়
ঝরে পড়া ফুলে দলে যাওয়া ফুলে
মসৃণ পীচে
টায়ার টায়ার, শুকরের মতো আর্তনাদের
পৃথিবীতে
কেন
এত প্রেমহীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
রয়েছি প্রবল!

উৎসব

যার জীবন ব্যর্থতা দিয়েই শুরু ব্যর্থতা দিয়েই শেষ
তার কেন কান্না পায়, তার চোখ কেন সজল হয়ে ওঠে?
তার তো হাসি পাওয়াই উচিৎ।
কেউ এলে কেউ না এলে
তার তো সমান মনে হওয়া দরকার।
তাই উদাসীন বাতাস এসে তাকে ডাকে
উদাসীন গোধূলির ম্লান আলো তাকে যেতে বলে
আয় আয় বলে ছেলেবেলার নদী
সে সাড়া দেয় না। কান্না লুকিয়ে বাজার করে
সংসারের কাজ করে। ঢেকে রাখে
বুকের ঘাসের নীচে পাঁজরের পাতার তলায়
ধমনীর ঘনায়মান ছায়ায়
একটা ধূসর দুঃখ
একটা ঝাপসা কষ্ট একটা নিরঞ্জন হাহাকার
আর তখনই লিখতে বসতে হয়
সব ছাপানো একটি মুখ
দুটি চোখ চিবুক লাবণ্যমাখা ঢল
তার অনন্ত বসন্তোৎসব।

ভুলে যেতে

আমি চেষ্টা করব। প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমার তো
শুধু চেষ্টাই। বাকি কাজ করবে সময়ের ধূসরতা।
প্রতিদিনের ধুলোবালি। হাওয়া। পৃথিবীর মায়া।
আমি চেষ্টা করব। ঘাসের নীচে পাতার আড়ালে
সিঁড়ির অন্ধকারে কিছু লুকোবো না। আমার
খালি হাত খালি পা, আমি হেঁটে এসেছিলাম
হেঁটেই ফিরে যাব। যাওয়া আর আসা। আসা
আর যাওয়া। মাঝখানে তামাশা। আমি
চেষ্টা করব। প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমার তো
শুধু চেষ্টা করাই। বাকি সব তোমার।
তুমিই বিস্মৃতি। স্মৃতি হতে পারো, বিস্মৃতি হবে না?

কেউ জানে না

কেউ জানে না, তোমাকে পেলে কী হবে
না পেলেই বা কী হতে পারে
সুখ দুঃখের তামাশায়
ডিগবাজি খেতে খেতে
নিরর্থকতার দিকে চলেছে মানুষ
কেউ জানে না, কেন সে আসে না, কেন সে এসেছিল
সে এখন কোথায়।
এই রকম বড়সড় একটা দার্শনিক তত্ত্ব ভাঁজতে ভাঁজতে
আমি
দিগন্ত ছলকানো টলোমলো একটা দুঃখ
ভুলতে চাইছিলাম
আজ সকালে।

একবার

এই লেখা মুছে দাও ওই হাতে আকাশে এবার
এই শব্দ মুছে দাও নীরবতা ছড়াও ভোলাও
ক্ষয় ক্ষতি অপমান অপঘাত অপৃতভাষণ
বলো একবার বলো, জানি, সব জানি, সব জানি
শুধু একবার হেসে ফোটাও হৃদয়পদ্ম খানি।

পাখি

দেখতে দেখতে কখন চলে গেছে শীত
শীতে তুমি এসেছিলে
তারপর বসন্ত তারপর গ্রীষ্ম তারপর বর্ষা
মেঘে মেদুর আকাশ জরো জরো মৃত্তিকা
আকাশ আর মাটির মাঝখানে
উদাসীন নির্লিপ্ত হাওয়া
শুধু নির্বন্ধের মতো একটা ধূসর পাখি
ডানা মুড়ে বসে থাকে
বসেই থাকে
কতোদিন
আমি তার ডানায় হাত রাখব বলে?

শুনেছিলাম

শুনেছিলাম আছে। শুনেছিলাম আছে।
দু-একটি সিঁথিপথের সন্ধানও দিয়েছিল কেউ কেউ।
যাইনি তাও নয়। সঙ্গে নিইনি বিশ্বাস ছাড়া কিছু।
কাঁটালতা বিষাক্তপাতা আচ্ছন্ন গন্ধ চড়াই
সর্পিল সিঁথিপথ। বিশ্বাসে ভর করে গিয়েছিলাম।
ক্লান্ত খালি পা ক্ষতবিক্ষত। শুকনো মুখ।
দীন করজোড়। প্রার্থনা ছিলনা সুখের।
শুনেছিলাম আছে। শুনেছিলাম আছে। শুনেছিলাম।

চোরাস্রোত

এই যে এত কথা বলি, সব কিছুর মধ্যে রয়েছে
একটা চোরাটান, একটা চুপিসাড়ে গোপন যাত্রাপথ
সমস্ত উপমা রূপক ব্যঞ্জনা ধ্বনি একথা
মর্মে মর্মে বোঝে, আর হাসে, কৌতুপ্রবণ ধরে থাকে
কবিতার খিলান স্তম্ভ ঝরোকা গথিক
যেভাবেই বলি, সব কিছুর ভিতরে রয়েছে চোরাস্রোত
তাই বুঝেই তুমি চলে গিয়েছ, আর ফিরে আসোনি।

জানতাম না

আমি জানতাম না ওই ভালো লাগাটুকুও
তোমার চাই, ওই মুখ, চোখের চন্দন
তোমারও প্রয়োজন।
আমি জানতাম না ওই দুপুর
দেবদারুর ছায়া আচ্ছন্ন সিঁড়ি
আলোকিত জানালা পাহাড় চূড়োর হাওয়া
তোমার কাজে লাগবে।
যেমন লেগেছিল
একদিন আমাদের মলিন শয্যা ভাঙা কেদারা
ছন্নছাড়া জীবন।
আমি জানতাম না।

তোর চোখে

শুধু তুই তাকিয়ে থাক আমার চোখে
তোর চোখের আলোয় স্নান আহ্নিক হোক আজ
আমার পূজা আরাধনা যোগক্ষেম
শুধু তুই তাকিয়ে থাক আমার চোখে
আমি ভ্রূক্ষেপহীন হেঁটে যাই দুর্গম কিনারে
সারাদুপুর নিয়ে পালিয়ে যাই কোথাও
অনন্ত গোধূলি নিয়ে পালিয়ে যাই কোথাও
তোর দৃষ্টিরেখায় নেমে আসুক
আনত আকাশ
আর মেঘ আর বৃষ্টি আর আমার
রোদনভরা রাতের
হাহাকারটুকু।

মুহূর্ত

একটি চন্দনবর্ণ হাত
একটি চম্পক অঙ্গুলী করতল
একটি বিশ্বাসপ্রবণ মুঠো
একটি অনন্ত-নিথর মুহূর্ত

প্রলাপ

তুমি আসবে, এই।
চলে যাবে এসে
তারপর নেই।

আমি চিরদিন
অপেক্ষাকাতর।
থাকুক এ ঋণ।
আমি যাই ভেসে
কাঁসাই নদীতে।
গন্ধেশ্বরী কি
আমাকে বলেনি?
ভেঙে যায় ঘর।
বালু ঝিকিমিকি।

আসবে, আসবে না।
চলে যাবে, যাবে।
মনে পড়বে না।

কবির স্বভাবে
লিখব কাঁসাই
গন্ধেশ্বরী নদী।

শ্লোক

তুমি তো গুঞ্জার মালা ভালবাসো
আমি
পরাবো এ শ্লোক
শ্লোকোত্তরা ও নদী, তোমাকে।

তুমিই

কে বলেছে তুমি আসোনি? কে বলেছে তুমি
এসে ফিরে গিয়েছো? তাহলে
কে আমার হাত
ধরে পার করে নিয়ে এল গিরিখাত টিলা
আদিম অরণ্য
কে আমাকে আজ সারাদিন দুঃখের সরোবরে
নেমে তুলে দিয়েছে একটির পর একটি
পদ্ম!
আমার উদগত অভিমানের অশ্রুবাষ্প মুছে
কে দিল এত আনন্দ!
তুমি যদি আসোনি?
তুমি যদি ভালবাসোনি?

একদিন

তোমরা তিনজনে ওঠো নেমে যাও পথে হেঁটে যাও
তিনজনে অপেক্ষা করো তিনজনে তিনজনে ...
কখনো হলে না একা, একটি দিন, একদিনও ওদের
দুজনের জ্বর হয় না, বাস ফেল, মামাবাড়ি যাওয়া
কোনো অঘটন হয় না, একটি দিন, তুমি একা তুমি
একা তুমি একা তুমি একা আমি মুগ্ধচোখে সমস্ত সত্তায়
তোমাকে তাকিয়ে দেখছি তোমাকেই সমূহ তোমাকে
'একদিন' আমার জন্যে পৃথিবীতে নেমে আসবে না?

বিষাদ

জাতিস্মর দিনগুলি জাতিস্মর রাতগুলি সপ্তর্ষিরেখায়
জলমণ্ডলের মৌন বিস্তার লেখায় ফুটে ওঠে জ্ব'লে নিভে
আর আমার পৌত্তলিক প্রপন্নার্তি ফিরে কাঁপে রাজরাজেশ্বরী
বেদনা, জলের দাগ, নিঃশ্বাসের শব্দ, তার আসা আর যাওয়া
পরাজয় বিহ্বলতা, কানাড়া-বিস্মৃতি চিরবিরহবেদনা ভৈরবীর
আকাশ-মৃত্তিকা জুড়ে সুদূর সুন্দর এক সায়ন্তন মাধুরী বিষাদ

অন্ধকার পাণ্ডুলিপি

এগুলি মুদ্রিত হ'লে লজ্জা, থাক সংগোপনে খাতার পাতায়
অতি ব্যক্তিগত দিনলিপি সব, স্বীকারোক্তি, সালতামামি, থাক
কয়েকটি কীটের জন্যে, কয়েকটি কবিতাভুক ক্ষুদে পিঁপড়ে পোকার জন্যেই
এগুলি মুদ্রিত হলে লোকে হাসবে ধূর্ত চতুররা উঠবে হেসে
তরুণ প্রজন্ম হাসবে, প্রৌঢ় কবিকুল হাসবে, কলঙ্কশীলিত কোনো নদী
নষ্ট হবে, লুব্ধ লোকচক্ষু স্থির ঝুঁকে পড়বে জলে তার অন্ধকার জলে
এগুলি মুদ্রিত হলে প্রখর পদ্মের পাতা কেঁপে উঠবে টলোমলো তার।

ভয়

কোনো মানে হয়? হয় না। এভাবে দেখার
এভাবে লেখার কোনো মানে হয় না। এত
উন্মোচন এ বয়সে অনুচিৎ। লোকে
হাসবে। ঝুঁকে পড়বে। টি টি। কোনো
মানে হয়? শুধু স্তব্ধ ঘন রাতে জেগে
অসহায় হৃদয় কী বলবে, মানে হয়?
ঘাসের শিশিরে জমে থরো থরো ভয়।

আমি

যদি সেই মুহূর্তটি আসে, যদি আমাকে না পেয়ে
ফিরে যায়? তাই আমি আমাকে দাঁড় করিয়ে
রাখি। মেঘ ঘনায়। বৃষ্টি নেমে আসে। আকাশ
উপুড় করে দেয় তারা ধারা। আমার আমি
তোমাকে পেতে তোমাকে ছুঁতে তোমাকে ভালবাসতে
এত অপেক্ষাতুর এত প্রশ্নব্যাকুল এত বিশ্বাসপ্রবণ
যে সে আমাকে গ্লানিহীন অমল সৌন্দর্যে ভরে দেয়
দুহাতে তুলে ধরে উদগত শঙ্খের মতো তোমার পদ্মমুখ।

সেদিন

তাহলে সেদিনই এসো, শুয়ে থাকব যখন নিশ্চল
তাকাবো না ওই চোখে, ঘরে দোরে আর্দ্র অন্ধকার
সূর্যাস্ত হয়েছে অনেকক্ষণ, আকাশে সামান্য তার আভা
তাহলে সেদিনই এসো, শুধাবো না, ভালো আছো তুমি
ছুটি হলো, পরীক্ষা, কোনো কথা, না বলা কথাও
মুদিত চোখের পাতা, তাকাবো না আর ওই চোখে
দৃষ্টির শুশ্রূষা আর কোনোদিন স্নিগ্ধ করবে না
আলো আর ছায়া মিশে একাকার সন্ধ্যার হৃদয়
তোমার দুচোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ধুয়ে দেবে সব ভয়।

মৃত্যুদিনে

যে কবির জন্মদিন নেই তার মৃত্যুদিনে তুমি তাকে
দিয়ে যেও একটি ফুলমালা ললাটে চন্দনলেখাটুকু
শিয়রে দাঁড়িয়ে দুটি চোখে সজলতামাখানো আকাশ
নামিয়ে তাকিয়ে থেকো মুখে মুদিত পাতায় সোজাসুজি
মনে মনে বলো যা কখনো বলোনি সহজ অধিকারে
হয়তো সেদিন বৃষ্টি হবে সারারাত বইবে ঝড়ো হাওয়া
হয়তো তোমার ফিরে যেতে পথে পথে মৃত্যুর পরাগ
পায়ের নূপুরে লেগে যাবে ঝাঁপ দেবে অন্ধ আত্মহারা
চুড়ো থেকে তামস মূর্চ্ছণা তোমার পায়ের কাছে নীচে
তখন গোপন পাণ্ডুলিপি বিস্মৃতির অন্ধকার জলে
ভেসে ভেসে কোথায় অতলে পৃথিবীতে নেমেছে কুয়াশা।

যে ঘুমোয় না

যে ঘুমোয় না, ঘুম আসে না, তার দীর্ঘরাত
একান্ত নিজের, তাকি তুমি পারবে তুলে আনতে হাতে
এনে কি দেখাতে পারবে সেখানে লুকোনো ছিল সোনা
কয়েকটি খড়কুটোর সঙ্গে, যে ঘুমোয়নি, তাকে
তুমি কি শোনাতে পারবে গান? দুঃখ জাগানিয়া সেই গান?

ছোঁয়া

যেভাবে কিশোর ছুঁয়ে দেখে তার কিশোরীর হাত
সেভাবে কি ছোঁয়া যায় ও নদীকে এবার শ্রাবণে
যেভাবে নদীর কাছে যেভাবে নারীর কাছে যায়
বৃষ্টিরেখা জলরেখা ছায়ারেখা রক্তরাগরেখা
সেভাবে কি যাওয়া যায় তার কাছে এই অবেলাতে
এখন কোথাও যাওয়া যায় না যাবে না কোনোমতে
ইন্দ্রিয়বিহীন আত্মা ছুঁতে পারে কারণশরীরে?
যে কিশোর একা একা জেগে থাকে সংগোপনে থাকে
চিরকালের চিলেকোঠায় সে কি ধরতে হাত
স্নেহহীন অন্ধকারে শুশ্রূষাবিহীন অন্ধকারে?

সকাল

সমস্ত রাত্রির শেষে ভোর এল আলোকিত সুন্দর সকাল।
অন্ধকার গেল নাকি? দেখ তো, দেখ তো অন্ধকার
গেল? একটা শাদা স্বচ্ছ আভা এসে চোখের পাতাতে
লেগে আছে, ব্যথা কাতরতা আছে মুখে কি এখনও?
যেসব বেদনা নিয়ে রাত গেছে তারা কি এখনও
রয়ে গেছে মুখে চোখে? তা না হলে নিজেকে এমন
ভারহীন কেন লাগছে, তোমাকে তোমাকে এত কাছে
মনে হচ্ছে কেন, যেন তুমি হাসছো, আমার অত্যন্ত কাছে আজ
তোমার হাসিতে ঝরছে চাঁপারোদ পৃথিবীর সুন্দর সকাল
যেন তুমি ছুঁয়ে আছ, তাই সূক্ষ্ম সোনার সরোদ ভাঙা জল

তাকে

কে তাকে এ পথে হেঁটে চলে যেতে দেখেছে? বকুল?
সে কি থমকে চমকে উঠে তাকায়নি এখানে?
দুপুরের রোদ্দুরের সোনার নূপুর পায়ে দেখোনি? ও ভুল!
তোমাকে কী বলব আর! এ ব্যথার হয় কোনো মানে!

আনন্দ

আমরা জানি না, ঘটে, তবু ঘটে পৃথিবীতে সব
আশ্চর্য অন্বয়ে মাটি আকাশ মৌনতা কলরব
হাত ধরাধরি করে চুমো খায়, সুগন্ধ ফুলের
জ্যোৎস্নায় সজল স্রোত যমুনাকে মায়াবী ভুলের
আলোছায়া বুনে এক অপার্থিব নদী
বুকের গভীর তলে রয়ে গেছে বহুকালাবধি
বিরোধাভাসের এক হাহাকার বিরহে মিলনে
ওতপ্রোত যে তোমার কেউ নয় তাকে মনে মনে
এত ভালবাসা আমরা জানি না জানি না
কেন যে আনন্দ নেই দুচোখের অশ্রুপাত বিনা।

বকবো

তোমাকে, তোমাকে আবার ভীষণ বকবো
মনে পড়ে সেই গুরু গম্ভীর সব ক্লাশ?
মনে পড়ে সেই শূন্যবাদের ব্ল্যাকবোর্ড?
মনে পড়ে চোখে বৈভাষিকের নীল জল?
বেছে বেছে শুধু তোমাকেই পড়া জিজ্ঞেস!
আজকে, আবার আজকে তোমাকে বকবো
ভুলেছ তোমার সাবলীল সেই অধিকার
আসোনি এ ঘরে আসোনি আবার দুপুরে
বসোনি এখানে তেমনি নূপুর ঝুলিয়ে
বহুদিন আর এ দুচোখে চোখ রাখোনি।
তোমাকে, তোমাকে বকবো ভীষণ বকবো
কথাহীন কোনো কথা তুমি দেখ রাখোনি।

আজ যদি

আজ যদি বুক ভ'রে ব্যথা দেয় জল
আজ যদি হৃদয়ের গভীর অতল
ছুঁয়ে কেউ বলে ঃ উঠো শোনো দেখ আমি
এসেছি এনেছি এই মাটির প্রণামী
নেবে না? অনেকদিন দুচোখে আমাকে
ডেকেছো, দেখেছি, আজ এই দেখ তাকে

তোমার হাতের কাছে রয়েছি দাঁড়িয়ে
নাও তাকে নাও তুমি দুহাত বাড়িয়ে।

যদি এরকম ঘটে আজ তবে বলো
জানবো না ঘুম থেকে স্নান ছলোছলো
বসাবো না হাত ধরে দুটি হাত ধরে
তাকে পৌরাণিক পদ্মে বুকের ভিতরে
পরিয়ে দেবো না এই গুঞ্জামালা আর
এই নীলাঞ্জনাংশুক মণিময় হার
হিরণ্ময় বেদনার দুখানি নূপুর
পরিয়ে দেবো না পায়ে, বলো না দুপুর?

আজ যদি আজ এরকম কিছু ঘটে
তাহলে এ শতাব্দীর অন্ধকার পটে
আমি কেন তার নাম লিখবো না? বলো
তথাগত, সত্য ফিরে যাবে ছলোছলো?

কাল

জানো না তোমাকে ঘিরে কাল আমার বর্ষা নেমেছিল
কাল যেই দেখা হল সেই শুরু অবিরাম ধারাপতনের
পাতায় ঘাসের শীর্ষে হৃদয়ের মাটিতে কী অঝোর বর্ষণ
সকাল নটার যেই দেখা হল সেই থেকে সারাদিন রাত
জানো না তোমার সঙ্গে কাল আমার দেখা হয়েছিল?
তুমি এত কাছ দিয়ে হেঁটে যাও? আমি যে জানি না
পথ আমাকে বলে না তো, কেউ আমাকে বলে না তো, শুধু
বেজে ওঠে সুবাতাস সুগন্ধের স্রোত বয় আর ভেসে যায়
অপার্থিব জলে সব দুঃখ সুখ জয় পরজয়ের খড়কুটো
কে যেন আমাকে ডেকে নিয়ে যায় অসম্ভব একটি কিনারে
কোথায় যে জেগে ওঠে জবাকুসুমসংকাশ ভোর, কেউ দেখে!
আমরা দুজনে ছাড়া ঃ কাল তুমি বৃষ্টি দেখেছিলে?
ভিজেছিলে যেতে যেতে? বৃষ্টি কই? চোখ তুলে কপালে
আমাকে পাগল বলবে, জানি, বৃষ্টি বারোমাস ভেজায় আমাকে
সমস্ত আকাশ জুড়ে জলকণা বাষ্পাতুর মেঘমেদুরতা
তুমিই। জানো না নিজে। জানো না কী দিন গেছে কাল!

ব্যর্থতা

অনেক পাতা নষ্ট হলো, অনেক সময়
কিছুতেই তোমার মুখ আঁকতে পারলাম না
তোমার সেই চোখ চোখের আকাশ
আমার দুর্বল শব্দ রচনা করতে পারল না
তোমার সেই হাসি ফোটাতে ফোটাতে
শব্দগুলি নরম শিউলির মতো ঝরে গেল
তোমার লজ্জা থরথর করে ঝরে গেল
আমার ভীতু সব শব্দের উপরে
আমি বলতে পারলাম না কিছুই
আম বোঝাতে পারলাম না কিছুই
আমার এই ব্যর্থতা ঢাকতে গোধূলি নিভে আসছে
সন্ধ্যা নামিয়ে আনছে অন্ধকার
শুধু একটি নির্জন নক্ষত্রে কাঁপছে
তোমার দৃষ্টিসম্পাতের মতো আলো

শাদা করতল

নীরবে পেতেছো শাদা করতল দুটি
আর আমি দিয়েছি দুঃখ সেই হাতে তোমাকে।
যাবার সময়ে আজ কষ্ট হয় খুব।
আমার সমস্ত দুঃখ শুষে নিয়ে তুমি
দিয়েছো আনন্দ শুভ্র শুশ্রূষা সহজে।
যখনই গিয়েছি দিতে, দুটি করতল
সহিষ্ণু ধরিত্রী হয়ে পেতেছে আঁচল।

পড়া

তুমি পড়ছো। বইটির পাতা।
দুপুরের ছায়াচ্ছন্ন ঘর।
পাতা থেকে সুগন্ধী। দুচোখ
সজল। পড়ছো। খোলা পাতা।
লেখা নেই। বৃষ্টি। শাদা। পড়ো।

চন্দন

এত ঠাণ্ডা সুগন্ধী চন্দন
নিয়ে আমি কী করব বলো তো?

চন্দন তো দেবভোগ্য, তবে?
মানুষের কী হবে চন্দনে?

আমাকে তোমার বেদীতে যে
প্রতিষ্ঠা করেছো, আমি তার
যোগ্য নই। একশো বার জানি।

দেখ আমি গুহামুখে একা
সারারাত পাহারায় থাকি
শ্বাপদসঙ্কুল এই বন

আমাকে বিক্ষত হতে হয়
আমাকে রক্তাক্ত হতে হয়
ফুটে উঠতে ব্যথার মৃণালে

মুক্তিমুখী পদ্ম দেবো বলে
পায়ে পায়ে কাছে গেছি এত

তুমি দিলে চন্দন চন্দন।
ঠাণ্ডাহিম সুগন্ধী সুন্দর

অনন্তে স্তব্ধ

পথের মানুষ আমি, পথে পথেই কাটল সারাজীবন
সেখানেই আমার সুখ সেখানেই আমার দুঃখ
সেখানেই আমার আনন্দ সেখানেই আমার বেদনা
আবার সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার পরপারে যাবারও পথ।
সেই পথ একদিন এক একদিন সহসা আনন্দবিহ্বল
হয়ে ওঠে, তার ধুলোবালি ছেঁড়াপাতায় আনন্দ
তার পাশের গাছে গাছে আনন্দ, তার দীর্ঘ হারিয়ে
যাওয়ায় আনন্দ, তার সজন নির্জন তার সহিষ্ণুতা
অসহিষ্ণুতা ছাপিয়ে নেমে আসে স্বর্গের আনন্দ
কারো খুব পাশে পাশে হেঁটে যায় তার প্রার্থিত তার
বহু আকাঙ্ক্ষিত বেদনা, প্রায় স্পর্শের অনুভূতিতে
থরথর করে হৃদয়, সমস্ত আকাশলোক একটা
স্বর্গীয় সঙ্গীতে কাঁপতে থাকে, কারা হেঁটে যায়
পথ তাদের বুকে করে আদর করে, তারা হেঁটে যায়
কোথায় যায় কেউ জানে না শুধু যায় যায় যায়
অনন্তে স্তব্ধ নিথর একটি দিন আনন্দে জ্বলজ্বল করে।

১৭ জুন সকাল

গম্ভীরানন্দের বইটি দেওয়া হলো। শাদা দুটি সকালের হাত।
নদীর মতন দুটি শাদা হাত। বৃষ্টির মতন দুটি হাত।
পবিত্রাস্বরূপিনী শাদা হাত। বই দিতে মুহূর্তেরও কম।
সব ক্লেদ গ্লানি দুঃখ কষ্ট অপমান ভুল ভয় মুছে দিতে
অনন্ত করুণামাখা দুটি হাত। কী হতো দেখা না হলে? দেখা
হলো। চোখে সমুদ্র আকাশ। চোখে অন্তহীন ধূ ধূ মরুভূমি।

যাই

তোমাকে হবে না আসতে, দুঃখ করবো না
তোমার সমস্ত কষ্ট বুঝতে পারি, বুঝি
ভালো থাকো, আমি যাই, তুমি ভালো থেকো
মনে পড়বে, দুজনেরই, এটুকুই, যাই।

অনন্ত গোধূলি

সে পড়েছে সব লেখাগুলি
আমি মিছে লুকিয়েছিলাম।

কেন ওকে বলিনি কিছুই?
কিছুই বলিনি আমি ওকে?

যদি কষ্ট পায় তাই। আজ
দেখি ও নির্লিপ্ত উদাসীন।

আমার সমস্ত মনোভার
ও আজ লাঘব করে দিল।

এই প্রেম। এ আমি জানতাম।
তুমি শিখতে পারতে কাছে পেলে।

আর ওকে কিছুই লুকোবো না
তোমাকে ওর হাতে তুলে দেব।

আমরা দুজনে পার হবো
রেবা মন্ত্রে অনন্ত গোধূলি।

পদ্ম

আশ্চর্য আবেগে ভর করে
সরোবরে জলের উপরে
দুটি একটি শব্দের মৃণাল
ফুটিয়েছে পদ্মরশ্মিজাল

দুচোখে তাকিয়েছিলে বলে!
দুচোখে তাকিয়েছিলে বলে!
যদি আসতে, এই সসাগরা
ধরিত্রী অমৃত স্পর্শে ভরা

পদ্মটি আমার হাতে দিতো।

অন্বয়

যমুনা, তাকাও, মেঘে মেঘে
রক্ত গোধূলির জবা লেগে
রয়েছে কেমন! তুমি পড়ো।

যমুনা, তাকাই দিগ্বলয়ে
বৃষ্টি যেন দৃষ্টির অন্বয়ে
সুধা সিক্ত। আমি জুরো জুরো।

নবযৌবনা লজ্জানতা—
বিধুরা ও নদী অনুগতা!

গল্প

এসেছে নিঃশব্দে। গেছে। সোনার সেতারে হলো মেঘ
জল বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়া। আসা ও যাওয়ার মাঝখানে
নিবিড় নিঃশ্বাসমাখা আকুলতা অশ্রুবাষ্পময়।
এই গল্প। রেখাহীন। কাহিনীবিহীন। তবু তার
মেঘবর্ণ অন্ধকার বিদ্যুল্লেখার মতো আলো
কূটজকুসুমগন্ধ-অভিভূত শান্তি ও সন্তাপ
কুন্দেন্দুসুন্দর স্নিগ্ধ শুচিস্মিত—বেদনা আমার।
এই গল্প। রেখাহীন। কাহিনীবিহীন। জলভার।

নির্বাসন

এইখানে আমার নির্বাসন।
লোভ আর ঈর্ষা হাত ধরাধরি করে রোজ
বেড়ার ওপার থেকে ডাকে
ফেলে দেওয়া দুঃখের টুকরো বর্ষায় এত বেড়ে ওঠে যে
জঙ্গলে ছেয়ে যায় ঘরবাড়ি
আলোক লতার মতো অভিমানে
লম্পট বন্ধুর হাত ধরে বহুদূর চলে যাই
মাঝে মাঝে ফিরিই না।
এইখানে আমাকে নির্বাসনে রেখেছো।
তবু সব মেনে নিই
গেল গেল রব তুলে সচকিত কবিরা
জল সরে গেলে ভাঙা তোরঙ্গ হাতে করে
গলে যাওয়া ভিটেয় দাঁড়াই
খরা শেষ হলে শতচ্ছিন্ন ছাতা মাথায়
চিরদিনের উঠোনে দাঁড়াই
আমাকে ভ্রূকুটি করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে
নির্বন্ধের মতো একটা পাখি।
এইখানে তুমি আমাকে নির্বাসন দিয়েছো।

দেখা হলে

অনেকদিন পর দেখা হলে কি ভিড়ের ভিতর থেকে ডেকে নেবে?
একি তোর এমন দশা কী করে হলো—বলে
কপালে চোখ তুলবে?
তোমার সঙ্গে সেপাই লোকলস্কর
তোমার সঙ্গে সুবেশ নারীপুরুষ
বিরক্তিতে তাকিয়ে থাকবে আমার মুখে
আমি ইঞ্জিনের গর্জনে কিছু বলবার খুঁজে পাব না
গেল গেল করে চেঁচিয়ে উঠে সবাই দেখবে
শীর্ণ খড়ি ওঠা পায়ে লোকটা রাস্তা পেরিয়ে গেছে
তুমি কি তখনও তাকিয়ে থাকবে যতক্ষণ না আমি
সেই ছেলেবেলার অভিমানে
হারিয়ে যাই ভিড়ে কোলাহলে পথে পথে?

প্রতিদিন

প্রতিদিন সকাল আসে কী সুন্দর সহজ প্রপন্ন
বিশ্বাসপ্রবণ গান গায় অমলিন আকাশ
শিশুর মতো শুচিস্নিগ্ধ স্নান করে পৃথিবী
রোদ্দুরের একতারা বাজিয়ে নেচে যায় বাউল বাতাস
কোথাও কোনো বৈষ্ণবীর গলায় অন্তরার মতো দুঃখ
তোমাকে স্পর্শের দুঃখ তোমাকে স্পর্শের কষ্ট
স্পর্শাতীত তোমাকে পেয়েও না পাওয়ার বেদনা
যেন ধ্যান থেকে ফুটে ওঠা ফুল তার সুগন্ধ।
তুমি জানো না? প্রতিদিন সকাল আমাকে বলে
তুমি যেতে বলেছে তুমি যেতে বলেছো

দূরে

আমি দূরে আছি
অনেক দূরে আছি।
খুব ইচ্ছে করে
যদি গোটা একটা দিন
তোমার কাছে বসে থাকা যেত
তোমার সঙ্গে হয়তো কোনো কথাই হতো না
তোমার শত ব্যস্ততার মধ্যে
সেই অতলস্পর্শী হাসির ছোঁয়াটুকু ছাড়া
আর কিছুই হয়তো জুটতো না কপালে
তবু বসে থাকতাম
চুপচাপ সারাদিন
তোমার দিকে তাকিয়ে
বসেই থাকতাম।
অনেক দূরে আছি আজ
এখান থেকে তোমার
কিছুই পাই না, সখা

বড়ো বেশি নির্বান্ধব নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি আমি।

ছুটি

কতো যে শেখাও কিছুই ধরতে পারি না।
আমি ফেল করা ছাত্র।
পাশ করার উদ্যমটুকুও নেই।
বার বার ব্যর্থ হয়েছি তবু কেন যে ছুটি দাও না আমাকে!
যখন তুমি কথা বলো তার অনেক আমার কাছে
রহস্যময় ঠেকে
সে সব কোথাও শুনিনি কখনও
সে সব কোথাও পড়িনি কখনও
কেবল কখনও কখনও অস্পষ্ট আভাসে
যেন বলতে চেয়েছে আকাশ—আমার ঘুম না আসা
মাঝরাতের তারায় ভরা আকাশ
যেন চকিতে শুনিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে গোধূলির মেঘ
বলতে গিয়েও থেকে গিয়েছে ঝরে যাবার আগের মুহূর্তের জবা
স্বপ্নের মতন মনে পড়ে সেই তরুচ্ছায়াও যেন
অবসন্ন আমাকে বলেছিল
অথবা কেউ কিছুই বলেনি
তুমিই বলতে চেয়েছো সারাজীবন
কাছে তো তোমাকে পাইনি বিশেষ
কদিনই বা দেখা হয় আমাদের
মাঝে মাঝে দেখা হলেও কথাবার্তার সুযোগ কই
তাই গোধূলির ঘুম না আসা রাতের আকাশে
রোদ্দুরে ছায়ায় তুমি আমাকে সব বলতে চাও
কতো কি শেখাতে চাও
বুদ্ধিশুদ্ধিহীন আমি কিছুই ধরতে পারি না
বার বার ব্যর্থ হয়ে যাই।
তুমি আমার খাতা পেনসিল কেড়ে নিয়ে
এবার ছুটি দিয়ে দাও, সখা।

ব্যক্তিগত কথোপকথন

বড়ো বেশি ব্যক্তিগত এই কথোপকথন
তাই গলা এত নিচু শব্দ এত স্পর্শকাতর

এই আনন্দ এই বেদনা বড়ো বেশি ব্যক্তিগত
তাই তোমরা কোলাহল করছো আঘাত করছো অপমানও

আমি আমার সখার সঙ্গে চলে যাচ্ছি
একদিন মনে পড়বে তোমাদের একদিন মনে পড়বে

বলবে, এই দেখ টুকরো টুকরো পড়ে আছে
এখনও নরম নিচু নিবিড়

ভালবাসা কি শেষ হয়? ভালবাসা কি ফুরোয়?
আদিঅবসানহীন এই কথোপকথন।

বড়ো বেশি ব্যক্তিগত এই বেদনা
তাই পড়ে রইল মাটিতে ঘাসে আকাশের মেঘে

পড়ে রইলো পথে পথে কলগুঞ্জরিত প্রান্তরে
জীর্ণ শাখায় তপ্ত অশ্রুতে শীর্ণ ডানায়

পড়ে রইল সেই চকমকি পাথরের মতো
হাজার বছর পরেও তুলে দেখবে

টুকরো টুকরো আনন্দসত্তা আগুন

তোমার বাড়ি

আমি জানতাম না এই পথে তোমার বাড়ী
কতোবার তো হেঁটে গেছি এ রাস্তায়
তোমার বাড়ীর সামনের এই পথতরুতলে
রোদ্দুরে বৃষ্টিতে আশ্রয় নিয়েছি কতোবার
তোমার জানলা গলে পথে পথে আসা আলোয়
পয়সা গুনে দিয়েছি রিক্সাওয়ালাকে
চরাচর ভেসে যাওয়া জ্যোৎস্নায় এইখানেই
একটা বেহালার ছড় মাঝে মাঝে দাঁড় করায় আমাকে

এই যে তোমার বাড়ী আমি জানতাম না
আমি তোমাকে পথিক ভেবেছি, পরিব্রাজক
ভালো হলো, এবার মাঝে মাঝে ঢুকে পড়বো
মাঝে মাঝে এসে বসবো তোমার কাছে, বলবো
আজ খুব হিম, পথে পথে ঠাণ্ডা হাওয়া
কখনও কখনও বৃষ্টি ঝেঁপে আসবে ঠিক এইখানে
দপ করে আলো নিভে যাবে পথের হঠাৎ
অনেক রাত হয়ে যাবে লণ্ঠনের কাচে কালি জমবে
তুমি বলবে, আর বাড়ি ফিরে কাজ নেই তোমার
এখানেই থাকো—
আর আমার সর্বপায়ী শিকড় আমার আনন্দগুল্ম
শুষে নেবে মুহূর্তে সহস্র বিন্দু বিন্দু নিঃস্ব অপেক্ষা।

এই বিকেলে

এই বিকেলে যখন বড়ো বেশি নিঃসঙ্গ লাগে
পৃথিবীকে চতুর প্রতারক এক ধাতব জন্তু মনে হয়
যখন আমার অশ্রুহীন চোখের সামনে
ধূসর বিকেলের ছায়া নেমে আসে প্রান্তরে
আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে
তুমি বসে থাকতে আমার জন্যে
এই স্মৃতি সহসা উদ্ভাসিত করে দেয় সমস্ত দিগন্ত
কখন সন্ধ্যা হয় অন্ধকার নামে
জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় পথ নদীর চড়া চড়ায়
আটকে যাওয়া নৌকো
আমার সব ব্যর্থতার ওপর শুশ্রূষার মতো
রক্তপ্রান্তরের ওপর লতাগুল্মের মতো
আমার ঘুমন্ত সত্তার ওপর বালির মতো ধুলোর মতো
তোমার স্মৃতি স্মৃতির স্তর
এই বিকেলে পৃথিবীর সব শীত হিমে নীল হয়ে আসে
এই বিকেলে পৃথিবীর সব পাখি ডানা মুড়ে মেদুর
এই বিকেলে পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গতা স্তব্ধ হয়ে অনড়
আর তোমার স্মৃতি
স্নিগ্ধ বেদনাময় শব্দহীন

আমাকে কবি করো

আমাকে কবি করো, সখা।
আমি তোমাকে বর্ণনা করবো।
আমি তোমার কথা বলবো।
তোমার কথা বলতে গিয়ে
প্রকাশ করবো নিজেকে।
প্রকাশের ব্যাকুলতায় আমি ভারাক্রান্ত
প্রকাশের ব্যাকুলতায় ভারাক্রান্ত
প্রতিটি পত্রপল্লব প্রতিটি কুঁড়ি
দেশকালের সমস্ত অপরিতৃপ্ত গভীরতা থেকে
উঠছে প্রকাশিত হবার বেদনা
তাই অন্তরীক্ষ রোদসী
পৃথিবী ক্রন্দসী
তোমার নির্মল আলোকে
আমাকে প্রকাশিত করো
আমি তোমার কথা বলি
এই আমার অদ্বিতীয় প্রার্থনা

ভয় করে

আমার ভীষণ ভয় করে, সখা
আমার তো কিছুই নেই
আছে কেবল
অসংযত আত্মবিস্মৃত উচ্ছৃঙ্খল প্রেম
আমি যে কিছুই জানি না
ধর্ম থেকে বহু দূরে চলে এসেছি আমি
তুমি যেন মধুর।
তেমনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমও
আমি কখনও তোমার সামনে
শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ হইনি
আমার ভ্রষ্টাচার
আমার উচ্ছৃঙ্খলতা
মার্জনা করবে তো?

বাড়ি নেই

আজ সারাদিন আমি বাড়ি নেই
আজ সারাদিন আমি স্কুলে থাকিনি
আজ সারাদিন আমি অন্যমনস্ক।

আজ আমারও যাবার কথা ছিল।
আমার কথা কি মনে পড়েছে, কাঁসাই?
আমার কথা তোমাদের মনে পড়েছে, ল্যাভেন্ডার বন?
কথা ছিল আমারও পাতা কুড়োনোর
ফুল তোলবার, মালা গাঁথার
তোমার মুখে তাকিয়ে তাকিয়ে হারিয়ে যাবার
কথা ছিল

আজ আমি ক্লান্ত-ডানায় অবসন্ন
সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে চরাচরে
তুমি আমাকে ধ্যানস্থ করো, সখা
কতোদিন আমি বিশ্রাম পাইনি

সুন্দর

তোমাকে ভালবাসি বলে
আমার জন্যে এত বিপুল আকাশ
এত রোদ্দুর ছায়া বৃষ্টি পাখির গান
তোমাকে ভালবাসি বলে
এত সুন্দর দুঃখ হাহাকার শূন্যতা
তোমার জন্যে অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলা যায় সুখ
উড়িয়ে দেওয়া যায় শান্তি
পুড়িয়ে দেওয়া যায় সমূহ সংসার
শুধু তোমার ভালবাসায়
আমার দুপায়ের হাঁটু অব্দি ধুলো
কণ্ঠার হাড় বুকের পাঁজর
আজন্মের ক্লান্তি
এত সুন্দর
তোমাকে ভালবাসি বলে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুবাষ্পে দেখি
তুমি দূর থেকে সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছো, সুন্দর।

শ্লোকের মতো

এক একটি শ্লোকের মতো রাত্রিগুলি আসে
সব থাকে অনুষঙ্গ হিসেবে যা কিছু
কবিতায় ব্যবহার্য—ছন্দ ধ্বনি অলঙ্কার ব্যঞ্জনা নিবিড়
যা কিছু কবিত্বময়—নিয়ে এসে জড়ায় ছড়ায়
আনন্দ-রসের উৎস খুলে যায়
আকাশও শীৎকার করে ওঠে—
তবু সেই কবিতাটি কই? সেই কবিতাটি?
যে আমার বুকের নিভৃতে বহুকাল
কেবলই নূপুর বেঁধে যায়
যে আমার চোখের নিভৃতে বহুকাল
দৃষ্টির সম্পাতে বেজে ওঠে
যে আমার ঝুরো ঝুরো বিষণ্ণ সত্তায়
অলীক অস্তিত্ব
কই তাকে,—
স্পর্শাতীত তাকে, পাই?
তাকে পেলে আর
এই অন্বেষণে হন্যে হয়ে মরা—এত অন্ধকার
এই নীল প্রপন্নার্তি
এত শ্লোক এত আয়োজন
এই লীলা
তাকে পেলে থেমে যাবে?
তবে এসো রাত্রিগুলি, এসো সুনিবিড় শ্লোক, আনন্দ-আগুন
অনন্ত-অপেক্ষা, কাঁপো থরো থরো
অনন্ধকার আর্তি ঘিরে।

বিবাহ

একুশ বছর আগে একদিন তুমি আর আমি সেই নদী
আলোকিত করে গেছি পা ডুবিয়ে, তোমার আলতায়
দেখ আজও স্মৃতি লাল, স্বপ্ন আজও স্খলিত খোঁপায়
এখনও স্পর্শের জন্য কী ব্যাকুল স্পর্শাতীত অশ্বত্থের শাখা।
একুশ বছর আগে একদিন তুমি আর আমি সেই গুহা

আবিষ্কার করে ফিরছি, পরিতৃপ্ত, ধর্ম এসে মুছিয়ে দিচ্ছেন
আমাদের শ্রমজল, পাঠ করছেন প্রত্নলিপি সাতজন ঋষি
একুশ বছর ধরে তৃপ্তিহীন পিপাসায় ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় এখনও।
একুশ বছর শুধু তারও পূর্বে, মনে পড়ে, অপ্রাকৃত যমুনার জল
তারও আগে সেই সিঁড়ি কোটি কোটি বিলিয়ন আলোকবর্ষের
তোমার নূপুরে কাঁপছে আমি মৃত্যুঞ্জয়ী হাতে দিয়েছি আশ্লেষ।
বিবাহ কি এরও বেশি? দিন মাস বছরের আয়ুর অধিক
এই প্রেম দেহময় দেহাতীত—অস্তিত্বের আমর্ম উদ্ভাস
এই জন্মে শুধু শাদা পাথরে খোদিত থাকে যেতে যেতে পঁচিশে বৈশাখ।

আগ্নেয়

আমি শুধু চেয়ে দেখবো? অন্ধকার, দেখতেও পাবো না
চোখ কেন দেখতে পায় না? কান তুমি এমন বধির?
শরীর, ফাটো না কেন, ফেটে যাও না লেলিহান আকাশে আকাশে
আত্মা, তুমি? লিঙ্গহীন! না নারী না পুরুষ। তাহলে
কেন ক্ষুৎপিপাসা নিয়ে উর্ধ্বমূল? শিকড়ে শাখায়
ঝন ঝন বিদ্যুৎস্রোত মৃত্যুস্পর্শী আমি জন্ম ছুঁয়ে বসে আছি।
তৃষ্ণায় দুচোখ থেকে গলে যেতে থাকে নীল আগুনের লাভা
তৃষ্ণায় দুকান থেকে গলে যেতে থাকে নীল আগুনের লাভা
ক্ষিধেয় লকলকে জিভ সমস্ত রোমকূপ থেকে উঠে আসে লাভা
এমন পাশের ঘরে জেগে থাকা তান্ত্রিকের মতো, অন্ধকার—
জন্মের মৃত্যুর হাতে হাত রেখে জেগে থাকা মায়াবী শরীর
আমি শুধু চেয়ে দেখব ওই রূপ ওই হোম আগ্নেয় আঁধার।

অমলতাস

ধুলোর পথ বালির পথ মাটির পথ ছায়
অমলতাস ফুলে, তাকাও যেদিকে চোখ যায়
সুখের পথ দুখের পথ ব্যথার পথ ভুলের
ছেয়েছে দেখ আকাশময় অমলতাস ফুলে
অপেক্ষার উপেক্ষার অপমানের পথে
অমলতাস, অমলতাস, চলেছি কোনোমতে
দুপায়ে ধুলো দুহাতে ধুলো দুচোখে ধুলো বালি

আমাকে কেন ও মালা দাও অমলতাস মালী
শরীর ঘিরে পিপাসা, মন ঘিরে কি? মন, তোর?
এ বেলা প্রেম ওবেলা ঘৃণা, দুদিন অন্তর
পালিয়ে যাই আগুন খাই ভাসাই রাগরসে
রুচিরা ঃ প্রেম, অমলতাস, উন্মাদের মতো—
জীবন ছায় মরণ ছায় ছাপিয়ে এই দেহ
গড়ায় জল দুচোখে তোর অমলতাস স্নেহ।

প্রমত্ত কবিকে

একবার দেখবার জন্যে বহু কষ্টে উঠেছি চূড়ায়।
দেখা হলো। হা হা দেখা এত কষ্ট দেখা এত সুখ!

দুবার দেখবার জন্যে বহু কষ্টে নেমেছি পাতালে।
তাও হলো। হা ঈশ্বর কেন এত অসহ্য সুন্দর!

অনন্ত তৃষ্ণায় প্রায় উন্মাদ উঠেছি শীর্ষে নেমেছি পাতাল
তিনবার চারবার পাঁচ ছয় সাত আট নয় .... আর

কতোবার দেখতে পাব? মাত্র কটি রাত আর হাতে।
প্রমত্ত কবিকে তুমি দেখাও সুন্দর সব ছিঁড়েখুঁড়ে রাত্রির চিতাতে।

রাস

ও যখন অন্ধকারে তোমাকে দেখায় গুহাপথ
আমি স্নান করি সেই নিহিত ধর্মের তত্ত্বজলে।
গ্রীক দেবতার মতো দুটি হাতে যখন বাজায়
আমার আনন্দজল ভরে দেয় কামকমণ্ডলু
সপাং চাবুকে তুমি ঘোড়া সুদ্ধ তাকে নিয়ে গেলে
সমস্ত ধুলোর ঘূর্ণি অন্ধ করে দুচোখ সহসা—
জ্বলে ওঠে রূপ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
যুগল মূর্তির ধ্যানে ডুবে যাই ভেসে ভেসে যাই
বৈষ্ণব কবির মতো ঃ ভক্তবৎ, ন চ কৃষ্ণবৎ শাস্ত্র মানি।

অন্তিম

তোমাকে এভাবে কেন পেতে চাই আমি তা জানি না।
তুমি কোনোদিন কোনো কার্পণ্য করোনি।
তুমি কোনোদিন এই বুকে পদপাত রেখে
লজ্জিত হলে না
তবু ত্বকে অলক্তক জিভে সুধা সহস্রারে সুখ।
এভাবে তোমাকে ধরি বাজাই
আশ্চর্য লাগে বলো?
তোমার কি কষ্ট হয়? কোনো কষ্ট? হয়?
নাহলে, আমাকে লুব্ধ মুগ্ধ করে রাখো
চেয়ে দেখি অপরূপ ছুঁয়ে দেখি দেবতা দুর্লভ
রক্ত রসধারা সুখ
ডুবে যাই ভেসে যাই নষ্ট হয়ে লুপ্ত হয়ে যাই
আমার অস্তিত্ব মুচড়ে বেজে ওঠো
খোলো
অবগুণ্ঠনের দীপ্ত অলঙ্কার ছন্দ যতি
ব্যঞ্জনাবিহীন
বাজো, দাও তোমাকে আমায় দাও
লজ্জাহীন সুন্দর, আমার।

তিনি

কতো নীচে নেমে এসেছি ভেসেছি তা কি
তুমি জানো? তুমি? তুমি?
তবে শোনো, পাখি
বৃথাই বসেছ মাস্তুলে ডাঙা ছেড়ে
জল ওঠে জল ধীরে ধীরে ওঠে বেড়ে
ডুবে যাবে বলে
আমি টের পেয়ে তলে
নেমে এসে দেখি তাঁকে
পদ্মের মতো ফুটে রয়েছেন প্রবালে পাথরে পাঁকে।

অন্তরালে

অনেকটা আমার তৈরি ঃ
আমি তাকে ডেকে ডেকে আনি
রাত্রির কোরকটিকে ধীরে ধীরে বিকচ উন্মুখ
করে তুলি
বরফ কুচির সঙ্গে লাল মদ হাতে তুলে দিয়ে
আমি তার অন্ধকার ঘোড়ার নিঃশ্বাসে
তোমাকে বিহ্বল করে উঠে যাই
দেওয়ালে দরজায় রক্তশিরা
ফিনকি দিয়ে ওঠে
তার দেবতার মতো জানু তলে
তোমার প্রার্থনা কাঁপে আমার প্রার্থনা কাঁপে প্রপন্নার্তি কাঁপে—
এই অব্দি আমার তৈরি ঃ
বাকি তার
বাকিটুকু তার।
সে রহস্য উন্মোচন প্রকৃতি কি করে দেবে, করে?
সে ভাষা কি শেখা যায়, আদি কবি, মরা মরা করে?

তুমি

তোমাকে খুঁজতেই এই বনপথ গিরিবর্ত্ম রক্তমুখী টিলা
এত লাল দাহ্য পাতা বর্শামুখ জ্বালা এত ক্ষত
তোমাকে পেতেই এই তীব্র নেশা মৃত্যুময় ছোবল শিরায়
এত বজ্র সংবেদন এমন আকাশ মুচড়ে ফেটে ফেটে পড়া।
তোমাকে আমার চাই। আমি নিজে এই বনে জ্বেলেছি আগুন
শরীরে বারুদ ভর্তি, অজস্র আদিম সে বিষমাখা তীর
ঝাঁকে ঝাঁকে বিঁধে এসে, ফিনকি দিয়ে পড়ে রক্তধারা
তোমাকে পাবার জন্যে। তোমাকে পাবার জন্যে আগুনসন্ন্যাসী।

তুমি শুধু হেসে যাবে? তুমি শুধু কেঁদে যাবে? আমার তৃষ্ণায়
তুমি পাগলের মতো ঢেলে যাবে জল? জলে তৃষ্ণা যায়? আমি
তোমাকে দুহাতে ছিঁড়ে টুকরো করে পান করে পাইনি এখনও
তবু অন্বেষণে হন্যে হয়ে এই ভয়ঙ্কর গিরিবর্ত্মে এসে

জ্বেলেছি আগুন আমি নিজে হাতে ঢেলেছি গেলাশভর্তি বিষ
প্রতিশোধ স্পৃহা নয়, প্রেমে, শুধু ভালবেসে, ভালবেসে একাকার হতে
দেবতারও সাধ্যাতীত, এই হোম; বলো নয়? আমি কি তাহলে
কৃষ্ণের অধিক নই? কেন তবে তুমি রচো মায়া!

তোমাকে আমার চাই। নইলে এই বিষমাখা তীর
পৃথিবীর সুন্দরের চোখে বিদ্ধ করে দেব আমার শরীর থেকে তুলে।

কিছু নেই

আজ আমার কিছু নেই
পূজা পাঠ পাপপুণ্য—
সাধু ও লম্পট কাকে সাদরে বসাবো
ভাবতে হয়।
আজ আমার তুমি ছাড়া
কিছু নেই, সখা, ভূমণ্ডলে।

একলা দাঁড়িয়ে

এখন মধ্য বয়স
জন্মমৃত্যুর ঠিক মাঝখানে
(স্বাভাবিক মৃত্যু হলে অবশ্য)
একলা দাঁড়িয়ে রয়েছি
একা
পৃথিবীতে এক বিন্দু ভালবাসা নেই
বড়ো ধূসর বড়ো বিবর্ণ
বড়ো ক্লান্ত
জানালায় জানালায় হু হু বাতাস
শাখা প্রশাখায় পত্রপল্লব
পাখি
শূন্য—তবু কী নীল আকাশ
সহিষ্ণু মৃত্তিকা
আমাকে জাগায় ঘুম পাড়ায়
বাঁচিয়ে রাখে
এদের থেকে অনেক দূরে
ধূর্ত মানুষ
কুটিল সংসার।

পাতাল

সিঁড়িতে সিঁড়িতে নেমে চলেছি পাতাল
অভিমান আমাকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছে
তোমার কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না
যার যায় তারই যায় যার যায় তারই ...
আর যেতে ইচ্ছে করে না তোমার কাছে
ভাবতে ইচ্ছে করে না তোমার কথা
ভালবাসতে বুক মুচড়ে ওঠে ব্যথায়
বড়ো বেশি অপমান বড়ো বেশি অবহেলায়
সিঁড়ি দিয়ে আমি নেমে চলেছি নীচে
পাতালে কী আছে জানি না
ফুল নেই? পাখি নেই সেখানে?
কোনো নদী?
পাপী পরিতাপী মানুষেরা
দুঃখী মানুষেরা
কতো নীচে থাকে? আমি
অবসন্ন এই শরীরে
ম্রিয়মান এই আত্মায়
পৌঁছতে পারবো সেখানে?

সুদূর

এই যে চলেছি দূরে একা একা কোথায় জানি না
দিন আসে দিন যায় রাত্রি আসে রাত্রি ফিরে যায়
ধুলোয় বালিতে ছায় রোদে জলে ক্ষয়ে যায় দেহ
ক্ষতিতে বিষণ্ণ ক্লান্ত অবসন্ন মন চলে যায়
কুটিল সংসার থেকে একা একা বহু দূরে একা
অথচ কী কথা ছিল? অন্বেষণে এত দীর্ঘকাল—
অন্বেষণে কেন তবে কেটে গেল? কার অন্বেষণে?
সেকি প্রেম? হায় প্রেম, তুমি শুধু পুঁথির পাতায়?
তুমি শুধু চৈতন্যের উন্মাদ হৃদয়ে?
আজ পৃথিবী ধূসর
দুচোখে তাকানো যায় না কারও মুখে স্পর্শাতীত দেহ

শুধু ধূর্ত ছায়া যেন প্রেতায়িত
বড়ো কষ্ট, হে অনন্ত, আর
আর যে পারছি না আমি, বড়ো জীর্ণ এ শরীর মন
কোথায় চলছি কোথা যেতে হবে নিয়তি তাড়িত?

ঋণ

ধীরে ধীরে উবে যায় এই করপুট থেকে বিশ্বাসের কণা
মিলায় অনন্ত নীলে ভালবাসা ঘন একাকীতে ভরে মন
নির্বন্ধের মতো একটা পাখি ডেকে ডেকে বলে চলে যেতে হবে।
সমস্ত আকাশ চায় মেঘে মেঘে সমস্ত বাতাস থমকে দেখে
মানুষের চোখে শুধু বিষবাষ্প মানুষের মনে হিংস্র ফণা
দুঃখে ঝরে যায় পাতা রাশি রাশি সবুজ পাতারা
ভিজে ওঠে লতাগুল্ম ভিজে ওঠে কারো কারো চোখ।
তাহলে তাহলে বলে প্রশ্নাতুর পাখি উড়ে যায়
শূন্যতায়, তবু দেখি ডানায় লেগেছে ঘন নীল!
দেখি শূন্য করতলে সেই রঙ, অনুদ্‌গত মুকুলে মুকুলে!
আর লুপ্তপ্রায় সেই স্মৃতিগুলি করুণার শরণাগতির
আমার গমনপথ আগলে রাখে মায়াবী সজল ফুলে ফুলে।
আমি আর দাঁড়াবো না, ও স্মৃতি, ও সজল স্মৃতিরা
আমি আর দাঁড়াবো না, ও আমার ভাঙাচোরা প্রেম
দেখ এই করতলে কিছু নেই বুকের অতলে কিছু নেই
স্বপ্নে নেই জাগরণে নেই। আমি ছুটি নিয়ে চলেছি যেখানে
সেখানে মানুষ নেই দেবতাও। শুধু এই মৃত্তিকার ঋণ
রয়ে গেল পৃথিবীতে, অপরিশোধ্যই? আমি যাই।

প্রেম

যেতে তো হবেই, জানি, প্রেমহীন পৃথিবী আমার
তবু বুকে কষ্ট হয়, তবু স্বপ্ন, যদি আসে প্রেম।
একটি আসক্তি শুধু মর্মে বিঁধে আছে চিরকাল
তাই এই মায়াবীজ তাই এই মোহবীজ তাই স্বপ্ন ভয়।
সব দুঃখ সোনা হতো সব কষ্ট হীরে হতো সব
অপমান জ্বলে উঠতো হে মধুর, মুখ না ফেরালে

তুমি না ফেরালে মুখ, এসে চলে না গেলে এমন
আমাকে এভাবে ফেলে আগুনে ও জলে বারোমাস।
এখন সমস্ত ক্ষণ টের পাই, হে অশেষ, ফুরোলো আমার
একটি দুঃখের গল্প, ফুরোলো কি? আবার কি শুরু
হবে না এখান থেকে? আমি আর কিছুতেই সেই
বিশ্বাসের বীজগুলি মৃত্তিকায় ছড়াতে পারি না
কোথাও দেখি না সেই সজল চোখের ব্যাকুলতা—
পৃথিবীতে কোনোদিন প্রেম বলে কিছুই ছিল না?
যেতে হবে, হয়তো খুব দ্রুত চলে যেতে হবে, শোনো
পৃথিবী, তোমার জড়ে একদিন রক্তচলাচল হবে আর
প্রেমের বেদনা বুকে একা থাকবে ঃ অভিশাপ ভার।

স্বরচিত স্বর্গলোকে

আমিই এনেছি ডেকে দশটি উত্তাল রাত্রি উপহার দিতে।
তুমি সুখী পরিতৃপ্ত। আমিও কি নই? দুজনেই
প্রার্থনা করি না নাকি একাদশতমের প্রত্যহ? কারো ঘুম
আসে না অনেক রাত স্বপ্ন মুগ্ধ স্মৃতিমুগ্ধ। প্রতি রোমকূপে
পিপাসার্ত জ্যোৎস্না ভাসে গড়ায় ছড়ায় চরাচরে—
একাদশতম রাত্রি আসে না। সে উদাসীন। তার তৃষ্ণা নেই।
রাত্রির হৃদয় বলে কিছু নেই? আমরা তো তাকে ভালবাসি!
সে বোঝে না তার দাম। যে তুমি চালাও চরাচর—
হে সুন্দর, আরও তাকে নিয়ে এসো আমাদের স্বর্গে বারে বারে।

তাকে

তাকে এনে দাও নইলে আমি যে পারছি না
তোমার গোপনতম কুঁড়িকে ফোটাতে
তাকে ছাড়া আমি আর ওই জলে নামতে পারি না
দুঃসাহসী যে ডুবুরী দুহাতে তুলেছে রত্ন। তাকে
একমাত্র তুমি পারো এই স্বর্গে তুলে আনতে আজ।

আগুন

তুমি এত লোভাতুর হলে
কী করে মেটাই বলো ক্ষিধে?
এখনও দু'একটি করে পাতা
এখনও দু'একটি করে ফুল
এখনও ফেরেনি সেই পাখি
আকাশে বৃষ্টির শাদা মেঘ
ঘরে দোরে সব অগোছালো।
খেতে কি দিইনি একেবারে?
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ
লেলিহান শিখা জ্বেলে জ্বেলে
পোড়ায়নি এই দেহমন?
তবু তোর এত লোভ! দাঁড়া
তোকে দেব এই চোখ তুলে
এই হাত পা মাথা পাজর
অগ্নি, তোর জিভে ঝরে জল!
কে নেবে প্রারব্ধটুকু বল
তাই জীবন্মুক্ত যজ্ঞ করি
হোমকুণ্ডে হোমকুণ্ডে ঘুরি
তান্ত্রিকের মতো বীরাচারে
ধর্মাধর্ম ছেড়েছি এখন
ছিঁড়েছি হৃদয়গ্রন্থি নিজে
মুঞ্জার শীষের মতো আমি
ছাড়িয়েছি, নিঃশঙ্ক এখন।
তাই তুমি এত লোভাতুর?
শুধু জড় শরীরের লোভ?
তবে খা সর্বস্ব, আমি যাই।

ভুল

তবে কি ভুল হলো? এখানে নেমে এসে?
ভীষণ অভিমানে ধূসর সেই পাখি
এখনও বসে থাকে। ওর কি বাসা নেই!
ওর কি বুকে শুধু কালের চিতা জ্বলে
ওই যে থেমে থাকা বালির নদী?
হাজার বাহু মেলে অশথ কেন এলে
আমি যে ফিরবো না। নেমেছি নীচে।
কোথাও কিছু নেই কেবল ক্ষিধে শুধু
কেবল লেলিহান ফিনকি ওড়া প্রাণ
হাড় ও মাংসের বিষে যে জুরো জুরো
চলেছি নীচে নেমে, ধূসর অভিমানে
থেকো না বসে আর আমার পাখি।

ভোর

আকাশে উদাস স্থির জ্বলন্ত অঙ্গিরা
মাটিতে ছিঁড়েছে স্তব্ধ হৃদয়ের শিরা
বাতাস, হে মাতরিশ্বা, ভুবনে ভুবনে
তুমিও নির্লিপ্ত কতো। শুধু মনে মনে
আমিই জ্বলেছি রক্তলিপ্ত ব্যথাতুর
আমার জন্মের জলে মৃত্যুর আগুনে। বড় দূর
বড় বেশি দূর আজ সঙ্গম সম্ভবা
সেই নদী। স্বাতী অরুন্ধতী পুনর্ভবা
দেখ রাত্রি শিরা ছিঁড়ে রক্তলাল ভোর
এনেছে দুহাতে, চোখে জল পড়ছে ওর!

অপার্থিব

তোমাকে কাঁদতে দেখলাম না কোনোদিন।
দুঃখী দেখলাম না কখনও।
তুমি কি আমাদের পৃথিবীর?

ধ্যান

এসো না কেউ ডেকো না কেউ এখন আছি ধ্যানে
এখন আছি ব্যথিত খুব কাঁপে হৃদয়শিরা
এমন কালো কঠিন কাল দেখিনি সজ্ঞানে
আকাশে ত্রাসে সপ্তঋষি পুলস্ত অঙ্গিরা।
দিয়েছি সব পৃথিবী, তোকে, দিয়েছি সব কিছু
হে উদাসীনা, আকাশলীনা, স্মৃতিরা, দূরে সরো
বেদনা ছায় অপরিণাম, হৃদয় হও নিচু
হে বাক মন অনুক্ষণ এখন ধ্যান করো।

সজল পথ

এই যে এসেছি ফিরে ব্যর্থ বালকের মতো নদীটির তীরে
এইযে দারুণ ভালো লাগছে আজ মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে যেতে
দুপাশে নিবিড় ধান দুপাশে বিক্ষিপ্ত শাল তাল ও খেজুর
পেন্সিল স্কেচের মতো আকাশ পাহাড় আঁকা, অশ্বত্থের তলে
এই যে ঘাসের শয্যা কী যে ভালো লাগে আজ কী যে অপরূপ
এই আমার ফিরে আসা এই আমার সজল সরল
লুপ্তপ্রায় গ্রামখানি বুকে ভালবাসা নিয়ে প্রবৃদ্ধা জননী
পথ চেয়ে জেগে থাকা অসহায় কাতর জননী—
এই ফেরা—
অশ্রুর মতন এই ফিরে আসা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া তোমার কপোলে
আমাকে স্বর্গীয় সুখে ভরে দেয় আনন্দের আশ্চর্য কৌতুকে।
তবে কি ফেরাই সত্য—যাওয়া ভুল? আজ তাও মনে হয় না তো
সব সত্য, সব ঠিক, সব মিল, ছন্দোময়,
হে ব্যর্থ বালক
দেখ দেখ কোনো কিছু হারায়নি। তোর কৈশোরের অশ্রুটুকু
আকাশ রেখেছে বুকে বাষ্প করে, সেই প্রেম প্রথম চুম্বন
তৃণাঙ্কিত মাঠে দেখ লেগে আছে, ব্যর্থতা আঘাত অপমান
মুক্তোর মতো জ্বলে অন্ধকারে অপ্রেমে অসুখে আলোকিত
রয়েছে সজল পথ, যাবার ফেরার, দূরে দিগন্তের হাতে।

বৃষ্টিতে গোধূমে

লোভীর মতন গেছি, খালি হাতে ফিরেছি; এখন
তাই এত দুঃখ, লোভ এই দুঃখ দিয়েছে আমাকে।
প্রত্যাশা গোপন করে ভালবাসা দিয়েছি। এখন
তাই এত দুঃখ, আশা এই দুঃখ দিয়েছে আমাকে।
পৃথিবী, তোমার কাছে বড় বেশি চেয়েছি বলেই
এত ক্ষোভ অভিমান মর্মদাহ জ্বালা।
আর তো তেমন কিছু বেলা নেই—আর কিছু চাই না আমার
একথাও বলা শক্ত, হে প্রেম, হে কামময় প্রেম
হে সংরক্ত ভালবাসা, রক্তলিপ্ত হে মহাজীবন
হে অনন্ত, এই শেষ, একথা তো বিশ্বাস করি না
তবু বলি, বড়ো বেশি চেয়েছি কি? যোগ্যতার বেশি?
লোভ কি অন্যায় ছিল? মানি না বুঝি না
কেবলই নীরব নিচু আকাশ মাটিতে নেমে আসে
আমার দহনে দুঃখে মুকুলিত হয় পুষ্পশাখা
আমার বেদনা ঝরে বৃষ্টিতে গোধূমে বারোমাস।

দুঃখকে করেছো দুঃখ

দুঃখকে করেছো দুঃখ, কিছুই বুঝিনি, আজ বৃথা
অর্পণ করেছি ক্ষোভ, স্পর্শাতীত তুমি বহু দূরে
বুদ্ধির অগম্য তুমি সব চেয়ে কাছে কাছে থাকো!
আশ্চর্য বিরোধাভাস। আমি পূজা ছেড়েছি এখন।
ধর্মহীন চেয়ে থাকি ঃ ভেসে যায় সমূহ সংসার
বিদ্যা ও অবিদ্যা যায় পাশাপাশি গহ্বরের দিকে
চিতার আগুন থেকে ফিনকি দিয়ে ফুটে ওঠে ফুল
দ্যুলোক ভূলোক থেকে মধু ঝরে গায়ত্রীও ঝরে
বীতশোক স্তব্ধ বাক কথা বলে গদ্য পদ্যময়।
কিছুই বুঝি না শুধু চেয়ে থাকি অন্নব্রহ্মময়
কিছুই বুঝি না শুধু চেয়ে থাকি প্রাণব্রহ্মময়
তদ্দূরে ও তদন্তিকে তুমি আমি ভূঃর্ভূবস্বঃ স্বাহা।

সকালে

এখন সকাল। তবু ঘুম পাচ্ছে। সেই পাখি দুটি
ডেকে ডেকে ফিরে গেছে। সেই গন্ধভীরু মিষ্টি হাওয়া
ফিরে গেছে। ভোরবেলার ফুলের মতন তারাটিও।
আমাকে জাগাতে চেয়ে একে একে ফিরেছে সবাই।
ভাঙে না আমার ঘুম। না জাগালে আনন্দধারায়
স্নান হবে না গান হবে না—বেলা যাবে বেলাটুকু যাবে।
অন্ধকারে পার হবো প্রান্তর পাথর আর নদী।
নিঃসঙ্গ। আমার মতো বেহিসেবী কেউ থাকবে না।
কখন যে সারাদিন কখন যে সারারাত চলে যায়! একা
আশ্চর্য অসুখ নিয়ে শুয়ে থাকি গভীর ব্যথায়
ক্লান্ত হয়ে ঘুমোই ও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্লান্ত হই।
দীর্ঘ এই ঘুমঘোর অসাড়তা শীতের সাপের মতো যেন
স্বপ্নের ভিতরে সব সহস্র সহস্র বিভীষিকা
স্বপ্নের ভিতরে দুঃখ শুধু দুঃখ শুধু দুঃখ শুধু
সারাদিন সারারাত দুঃস্বপ্ন পীড়িত ঘুম। কোনোদিন কেউ
ব্যাকুল স্নেহের স্পর্শে জাগাবে না? উদ্বেল প্রেমের স্পর্শে কেউ?
শুশ্রূষায়? অসুস্থ কবিকে কেউ ভালবেসে? কেউ?
নাকি প্রেম বলে কিছু পৃথিবীতে কোনোদিন নেই!
আমি বৃথা স্বপ্ন দেখে গেছি। বৃথা স্বপ্নে ভালবেসে গেছি!
সব স্বপ্ন? হে অব্রণ অম্লাবির শিরাহীন নির্বিকার তুমি
তুমিও কি স্বপ্নমাত্র? হে ওষধি বনস্পতি, সব
স্বপ্নের নিরুদ্ধমূর্তি। হায়, আত্মা তুমি কেঁদে ফেরো
বৃথাই উদ্বেগে ভয়ে উৎকণ্ঠায় দুঃখে হাহাকারে একা একা।

ক্ষিধে

শরীরে ক্ষিধের ঘূর্ণী পাক খায় অসম্ভব ঘোরে।
শুধুই শরীরে? নাকি মনের নিরন্ধ্র অন্ধকারে।
কিছুই বুঝি না তত্ত্ব, হামাগুড়ি দিই বুকে হাঁটি
লালাসক্ত জিভে শুধু জল ঝরে কামনারা ঝরে।
তবে কি উন্মাদ হয়ে যাবো? সহ্য হয় না যে আর
লক্ষ লক্ষ জিভ এসে চেটে নেয় সর্বস্ব আমার।

এক টুকরো

ক'দিন উপনিষদ পড়ছিলাম
ঈশ কেন কঠ ছান্দোগ্য ...
তোমার জ্ঞানতত্ত্ব
তোমার সহস্র শির সহস্র বাহু
তুমি তদ্দূরে তদন্তিকে
বিদ্যা ও আবিদ্যা পাশাপাশি চলেছে অন্ধকার গহ্বরে ...
পড়তে পড়তে আমি পাগল হয়ে যাব, সখা।
তার চেয়ে এই ভালো
আমার এই বিরহাতুর সকাল
কষ্টের দিন
উন্মাদ রাত
তোমার স্মৃতি তোমার স্বপ্ন
তোমার জন্যে এক জন্ম অপেক্ষা
ধূসর অপেক্ষা ...
এই যে সারাদিন ঘুরে বেড়াই
রক্তমুখী প্রান্তর বিষাক্ত লতাপাতার জঙ্গল
হাহা ফাটিল ফাটিলে ফাটিলে হাহাকার
কাঁটাঝোপ আর টিলা
ধাতব শহর সজল গ্রাম
পাতার শিরায় শিরায় ভয়
এই যে সারাদিন পুড়ে বেড়াই
রাতে বাড়ি ফিরি
এক আকাশ তারার নীচে শুয়ে
আমার চোখের সজল গড়িয়ে যায় তোমার দিকে
আমার জন্ম-মৃত্যুর ঠোঁট ছুঁয়ে যায়
তোমার ওষ্ঠপুট
এই ভালো
তবু বলতে পারব
রূপং রূপং প্রতিরূপোবভুব

স্তোক

যেদিকে চাই কোথাও নেই কোথাও নেই শুধু
ব্যাকুল পথ উধাও দূর সুদূর সব ধূ ধূ
আকাশ ছিঁড়ে হৃদয় শিরা রক্তে মাটি ভিজে
কি যেন হয় অপরিণাম অনবসান কিযে!
আমি কি তাকে ভুলেছি তাকে এসেছি ফেলে? তবে
কে গান গায় এ বেদনায় আনত পরাভবে!
তার কি দোষ। ছড়াও যদি রাতের আশ্লেষ
ভরাও যদি কলস ভেঙে রভসে তার দেশ
দেখাও খুলে শস্যে ফুলে সজল সেই গ্রাম
এখনও আছে বুকের কাছে, কী যেন তার নাম?
কী দোষ তবে এ পরাভবে, এই যে অনাহূত
এসেছি পিছু কোথাও নেই চাতুরী ছল ছুতো
নিরভিমান দুচোখ ধায় কোথাও নেই তুমি।
কোথাও নেই? একথা মেনে নিয়েছে মনোভূমি?
কোথাও নেই? এই যে বাথাদীর্ণ হাহাকার
গোপনে ছুঁয়ে চেতনা ছায় একার অধিকার!
এই যে এসে রাত্রি মেশে দিনের পারাবারে
ভাঙায় ঘুম, এ করাঘাত, বলো তো কার, দ্বারে!
এই যে তোল অন্বেষণে হন্যে হয়ে দিন
এ প্রেম কার? অনধিকার কে রেখে গেল ঋণ!
কে চায় শুধু অবহেলায় কেবলই অপমানে
কেবলই কামে ক্রোধে ও লোভে মোহান্ধ এইখানে
পুড়ুক দেহ জ্বলুক মন ঝরুক পাতা ছাই
যেন না আর ফিরে আসার বাসনা থাকে, তাই!
যেন না আর পৃথিবী তার অবচেতনলোকে
দেখায় লোভ, কে চায় বলো? মিথ্যে নীল স্তোকে
কে পারে মন ভোলাতে বলো মায়াবী তুমি ছাড়া
কে পারে যেতে এভাবে ফেলে : 'আসছি তুই দাঁড়া'—
তেপান্তর। কোথায় ঘর। কোথায় দোর! শুধু
ব্যাকুল পথ উধাও দূর সুদূর সব ধূ ধূ।

ভোর

আজ খুব ভোরবেলা উঠেছি তোমার সঙ্গে বলো
একসঙ্গে চা খেয়ে আমি লিখতে বসেছি জানালায়
তুমি স্কুলে চলে গেছ, ঘুম ভেঙে উঠবে বুলু রাকা
তারও আগে বাবা উঠে পড়তে বসবে; বাগানে পাখিরা
এসেছে আনন্দে নেমে পাতায় রয়েছে লেগে ভোর
একটু একটু আলো ফুটছে জেগে উঠছে সমূহ সংসার

খুব ভোরবেলা আমি কমই দেখেছি, তবু আজ
বিশেষত ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে, তোমাতে আমাতে
একটু বাইপাশে ঘুরে এলে আরও মজা হতো। তুমি
এখন কি বোর্ডে লিখছো হাতে লাগছে চকখড়ির গুঁড়ো
ছাত্রীরা তাকিয়ে আছে, জানালার বাইরে ডাকছে পাখি!

আবার সহসা সেই গৌরবাটশাহীর দোতলা
হলিডে হোমের কথা মনে পড়ল; ভোরের সৈকত
শাদা বালি হু হু হাওয়া অবিশ্রাম ঢেউ
আমরা অনেকদূর হেঁটে গেছি অনেক অনেক দূর সেই—

আজ খুব ভোরবেলা একা লাগছে জানালায় বসে।

বন্ধুকে

তোমাকে দিলাম রাত্রি আকাশ নক্ষত্রময় সর্বস্ব আমার
তুমি প্রসারিত করো তৃষ্ণার্ত অঞ্জলি নাও শুষে নাও আজ
দেখ রাত্রি থরো থরো ভিজে যায় বনভূমি পাহাড় ও গুহাপথ ওই
অথচ কোথাও কোনো বৃষ্টি নেই এত তাপ তাতল সৈকত
তোমাকে দিলাম সব, উদাসীন, ফেরো, উন্মাদের মতো এসো
ছিঁড়ে ফালাফালা করতে দঃখ-সুখ
আমাকে বাজাতে এসো তুমি
আমার সর্বস্ব নাও হে প্রেম, হে সুন্দর, হে অনির্বচনীয়
ভাসাও ভীষণ জলে প্রলয়পয়োধি জলে অনন্ত আকাশে
দেখি তার শক্তিরূপ তোমার পুরুষবক্ষে উন্মাদ জানুতে।

আকাশ

যারা এসেছিল সব চলে গেছে কবে।
তুমি আরও নিচু হয়ে কাছে খুব কাছে
নেমেছো আকাশ! এবার সন্ধ্যা হবে।
উদাসীনা সেই পাখিটিও নেই গাছে।
তুমিও কি আর এ জীবনে হারাবে না?
আকাশ, আমার আকাশ, আমার, বলো
ফুরোলে আমার সব ঋণ সব দেনা—
তুমি যাবে, তুমি, এই তো সন্ধ্যা হলো!

তোমাকে সনেটগুচ্ছ

আমি রোজ রাতে তোমাকে দেখাই দূরে
দেবতারা এসে নেমেছেন, ঘুরে ঘুরে
তাকিয়ে আছেন, যেন বা অঞ্জলিতে
এসো এসো কোনো সকরুণ মিনতিতে
বার্তাবাহক বাতাস দিয়েছে সাড়া
শিহরিত নীল রাত্রির শিরদাঁড়া
যারা দেখে শোনে তাদের উত্তেজনা
কীভাবে যে ফেটে পড়ে সে তো বলবো না
আমি শুধু রোজ রেবাকে নিয়েছি সাথে
দেবতারা নয় স্বর্গ নেমেছে ছাতে।

□

তোমাকে আমার তোমাকে পেয়েছি বলে
ভেসে যায় সব এ-হৃদিগঙ্গা জলে
পৃথিবী, আমি তো কোনো ক্ষোভ রাখবো না
শুধু কটা দিন কয়েকটা দিন গোনা—
ভেসে যাই সব ভেসে যাক চরাচরে
রেবাকে পেয়েছি একুশ বছর ধরে
একুশ বছর—তবু অতৃপ্তি এতো!
দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কেঁদে ফিরি অবিরত।
রেবাকে আমার রেবাকে পেয়েছি বলে
হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে।

□

তুমি আর আমি মাঝে মাঝে পৃথিবীতে
নেমে আসি আর জলে ভাসি আলো দিতে
আমাদের কোনো ক্ষয় নেই কোনোদিনও
শোধ করে যাই এ প্রেমের সব ঋণও
আমাদের সব জন্মের মৃত্যুর
বেদনাবিহীন কাহিনী বুনেছে সুর
মাটিতে ধুলোতে পাতায় পাতায় ঘাসে
রেবার আমার ভালবাসা যায় ভেসে
আমাদের প্রেম বিকীর্ণ শ্রম জলে
মানুষী দুর্বলতায় শস্যে ফলে।

□

মনে পড়ে সব মনে পড়ে সব মনে
যখন প্রেমের বেদনা ঘনায় বনে
যখন প্রেমের সকরুণ সুরে সুরে
আকাশ নেমেছে মাটিতে অনেক ঘুরে
যখন তারারা অশ্রুতে ছলোছলো
আমি বলি আর রেবা তুমি শুধু বলো
অথবা কিছুই বলি না দুজনে শুধু
বসে থাকি ঘাসে ঘাসে ভরে মাঠ ধূ ধূ
মনে পড়ে সব মনে পড়ে মনে পড়ে
যখন নিভৃত শ্রমজলে প্রেম ঝরে

□

আমরা কখনও মন্দির বানাবো না।
তুমি আর আমি ভেসে যাব, ভেসে ভেসে
প্রলয়পয়োধি জলে; কোনোদিন যদি
স্থলভূমি পাই শস্যে ফুলে ও ফলে
ভরে দেব এই নিরন্ন পৃথিবীকে
মাটিতে ধুলোতে বালিতে ছড়াব প্রেম

দুঃখীর হাতে তুলে দেব যত সোনা
শোধ করে যাব যত অমর্ত্য ঋণ
রেবা আর আমি কোনোদিন কোনোদিন
শুধু হাতে দেখো কাউকেই ফেরাবো না।

□

আমি কি কখনও এসেছি এখানে আগে
ছড়ানো রয়েছে শতসহস্র স্মৃতি
আসক্তি বীজে লতায় পাতায় ঘাসে
কখনও এ নদী ভাবে পেরিয়েছি কি
কী করে আমার নাম ধরে পাখি ডাকে
দেখে হেসে ওঠে এ সিসু নির্বাসিত
মনে পড়ে যেন মনে পড়ে যেন মনে ...
ভালবাসাবাসি খেলেছি একদা কবে
কেউ ভুলে গেছে একদা-আমার কথা
কেন মিছেমিছি পৃথিবী এনেছো ডেকে

□

এখনও বেদনা রয়েছে অব্যাহত
গাছের পাতায় রয়েছে বৃষ্টিকণা
আকাশ রয়েছে মাটি চুম্বনে রত
কোনো সন্ধ্যায় আমি আর আসব না
এইখানে এই জুরো জুরো নীল মাঠে
হৃদয়ের শিরা এই তো এখনও নীল
পুলস্ত্য অঙ্গিরার রাত্রি কাটে
আমি যে বাহির দুয়ারে এঁটেছি খিল
এ মাঠে আমার প্রেমের কীর্ণ সোনা
যে পারে লুটুক ঃ আমি আর আসব না

□

বন্ধুর বেশে এসে রাতগুলি ভরো
আমি আর তুমি প্রেমে নীল জুরোজুরো
নিপুণ আঙুলে বাজাও গোপন সুধা
জাগাও গভীর গহন সুপ্ত ক্ষুধা
থরো থরো কাঁপে তারাগুলি জলে জলে
আমাদের প্রেম সুনিপুণ কৌশলে
গড়ায় ছড়ায়, বন্ধুর বেশে এসে
রেবার প্রেমের জলে যাও ভেসে ভেসে
আমি তীরে দেখি দেখেছেন দেবতারা
তুমি আর রেবা মিলে আনন্দধারা।

□

এসো এসো, এই শাদা পাতাগুলি ভরি
অমর্ত্য যতো ধ্বনিতে ব্যঞ্জনাতে
বিরোধাভাসের রুচিরা তৈরী করি
সারারাত আহা সারারাত দুজনাতে।
এসো রেবা, এই পৃথবীর পথে পথে
ধুলোকে বালিকে করে দিয়ে যাই সোনা
বৃন্দাবনের অধিক স্বর্গ হতে
আমার কিছুই পৃথিবীতে আনবো না।
আমাদের প্রেমে আমাদের প্রেম শুধু
শস্যে ভরুক নিরন্ন মাঠ ধূ ধূ।

□

আসলে তোমাকে পেতে চাই তোমাকেই
তাই চৌষট্টি কলা, এত ভয়ানক
খেলায় নেমেছি, নিষিদ্ধ কোজাগরী
এত রোমাঞ্চ এমন উত্তেজনা
ছিঁড়ে যাবে যত হৃদয়ের নীল শিরা
ফেটে যাবে রাত ছড়াবে টুকরোগুলি
এমন দৃশ্য রচনা করি তো শুধু

তোমাকে পেতেই তোমাকে পেতেই রেবা
চুম্বনগুলি জেলেছি বেদনাবিষে
সঙ্গমগুলি প্রেমের কীর্ণ সোনা

□

তোমার পিপাসা মিটিয়ে দিয়েছি নিজে
যা পারিনি তাও আমার বন্ধু দিলো
তৃপ্তিতে দেখ এ মাটি গিয়েছে ভিজে
এত সুখ এত সুখ, সখি, বলো ছিল?
ভালবেসে শুধু ভালবেসে পদমূলে
রেখেছি এ প্রেম নিকষিত হেম, তুমি
ভালবেসে শুধু ভালবেসে নিলে তুলে;
এ প্রেমে পাগল সজল ও বনভূমি
দুটি হাতে ডাকে তোমাকে আমাকে তাকে
আমাদের গূঢ় গোপন প্রার্থনাকে।

□

আমাকে দেখাও, তৃষ্ণা আমার চোখে
ও দৃশ্য আমি নিভৃতে করেছি ধ্যান
এনেছি স্বর্গ কষ্টে মর্ত্যলোকে
দেবলোক থেকে এনেছি আলোক যান।
আমাকে দেখাও কীভাবে তোমাকে নিয়ে
বন্ধু আমার ধীরে ধীরে গূঢ় বনে
চলে যায়, জলে নেমে যায়, চোখ দিয়ে
না দেখা গেলেও আমি ঠিক মনে মনে
অবচেতনের এ স্মরগরলে ব্রজে
তোমাকেই পাব দলিত কুসুমে রজে।

□

এসো সখি, আমি সাজাই তোমাকে নিজে
দেখ কদম্ব শ্রাবণে মুঞ্জরিত
দেখ উতরোল বৃষ্টিতে গেছে ভিজে
পাথরের স্তন নিতম্ব সচকিত।

এসো সখি, ওই অধরে রক্তরাগ
স্তনদেশে নিবী, বাহুমূলে চন্দন
পায়ে অলক্ত, সিঁথিতে প্রেমের ফাগ
দুহাতে সাজাই ধরো ধরো ওই মন।
এসো সখি এসো তোমাকে দুহাতে তুলে
বন্ধুকে দিই ঃ রাত ভরো ফুলে ফুলে।

□

তুমি যদি বলো কানে কানে সে তোমাকে
কী বলেছে—আমি খুশীতে সারাটা রাত
তোমাকে শোনাবো কবিতা ও ফাঁকে ফাঁকে
অলক্ষে ঠিক চলে যাবো গিরিখাত
যেখানে তোমার গভীর তৃপ্তি সুখ
যেখানে আমার প্রপন্ন ব্যাকুলতা
যেখানে সফেন সমুদ্র অহেতুক
আঁথে নীলের অনন্ত নীরবতা
তুমি যদি বলো তুমি যদি তাকে বলো
ভালবাসি ঃ আমি মুছে দেব শ্রম জলও।

□

তাকে শুধু হাতে ফিরাও না সখি আজ
সে এসেছে নিজে, দেখ দেখ ওর চোখ
ব্যাকুল আঙুলে তোমার সজ্জাসাজ
খুলে দিতে চায়, ওকি উন্মাদ হোক
তুমি চাও ঃ ওকে বসাও নিজের কাছে
কথা বলো আর বাজাও নিপুণ সুর
এ মিলনরাত বৃথা চলে যায় পাছে
আমি আগুনের অবয়বে রচি দূর
তুমি তাকে দাও সে তোমাকে দিক আমি
প্রাণ ভরে দেখি যমুনা সুদূরগামী

ঝুলন

কাল ছিল একুশের রাত।
বাইরে জ্যোৎস্নার চোরাস্রোত
ঝলকে ঝলকে নীল হাওয়া
আদিমতা জটিল জঙ্গলে—

তোমার স্খলিত মৃদু কথা
বিচূর্ণ শীৎকার গাঢ় স্বর
আমাকে নিয়েছে ডেকে কোলে

তার যে মধুর আক্রমণ
তার সেই চাপা রাগ তুমি
শুষে নিয়ে খসিয়েছো বেণী
চাবুকে খুলেছো মূলাধার

কাল ছিল একুশের রাত।
কাল ছিল আমাদের রাত।
তোমাদের দুজনের রাত।

তোমার নূপুর

এই যে তোমার চোখের জন্যে
চোখের কাতর দৃষ্টি থেকে
বৃষ্টি গড়ায় নীল অরণ্যে
পথটি হঠাৎ গেছেই বেঁকে
সেই যে তোমার পায়ের পাতায়
স্পর্শাতীত হাতটি রেখে
হারিয়ে যেতাম মেঘের মায়ায়
সবকিছু আজ দিচ্ছে ঢেকে
ব্যাকুল হাওয়া সিক্ত দুপুর
তোমার নূপুর তোমার নূপুর।

নিশান

তোমার জন্যে এখানে এসেছিলাম
তোমার জন্যে এখানে নেমেছিলাম
তোমার জন্যে এমন ভ্রমণসূচি

সারাদিন শুধু ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে
সারারাত শুধু পুড়ে পুড়ে পুড়ে পুড়ে
অস্থিসর্বস্ব আমার ফিরে যাওয়া

অভিমানের পাহাড়ে পাহাড়ে হাওয়া
হাহাকারের উপত্যকায় উপত্যকায় হাওয়া
ফাঁপা হাড়ের ভেতর হাওয়ার বাঁশি

এই ঘর এই উঠোন এই বাগান
এই দোপাটি এই শিউলি এই যা কিছু
পড়ে রইল ঃ আমার সংকেত আমার নিশান—

তোমার জন্যে তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যে

অবৈধ

সমস্ত দৃশ্যই বৈধ নয়।
তাই এই এত নিচু মুখ।
চোখ শুধু একা দেখতে পারে?
সমস্ত শব্দও বৈধ নাকি!
তাই অনামনস্কের মতো।
কান শোনে নাকি কোনো কিছু?
সব কিছু স্পর্শ করা যায়?
তবু কেন হৃদয়ের শিরা
এত রক্তস্ফীত হয়ে ওঠে
মনে সারারাত লেগে থাকে
লাল আলতা মেহেদির দাগ।
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তর
তৃণাঞ্চিত হয়ে ওঠে দেখ
স্পর্শাতীত অবৈধ চুম্বনে।
দৃশ্যত ঘটে না কিছু তবু
উন্মাদ সমুদ্র মেতে ওঠে
সজল সৈকতে সারারাত
তারারা হারায় নীল শাড়ী
চাঁদ ডুবে যায় ঝাউবনে
আশ্লেষে আশ্লেষে ভেজে বালি
বিচূর্ণ কুঙ্কুম লাল জলে
বৈধ নয় তবু জেগে দেখে
অরুন্ধতি অত্রি ও অঙ্গিরা
আমারই মতন ছিঁড়ে যায়
তোমারও হৃদয়ের শিরা!

ভয়

আমাকে পেয়েছো ভয়; তাই শুয়ে আছো ওইখানে?
গায়ে ও মাথায় ঝরে নিমপাতা সমস্ত দুপুর
আমি শাদা চোখে দেখি ধিকিধিকি জ্বলে
লুকোনো ধুনির তলে আগুনের ফুল
ভুল করে একদিন যা দেখেছি আমাদের ঘরে
একদিন যা আমাকে ছাই করে উড়িয়েছে। তুমি
আমাকে পেয়েছো ভয় তাই শুয়ে আছো ওইখানে
গায়ে ও মাথায় ঝরে নিমপাতা, চোখে
আমাদের নিবিড় আকাশ।

নিজেই

নিজেই এসেছো নিজে চলে গেছ; যেভাবে আগুন
গৃহদাহ করে যায়;
পড়ে আছে পোড়া কাঠ ছাই—
আমরা আবার যাই গ্রামান্তরে
আরও বাঁধি লাউমাচা, ভুল?
আবার কি কোনোদিন খেতে দেব তোমাকে কখনও
রাতে এসে ঘুমোবে কি আমাদের মলিন শয্যায়!
নিজেই এসেছো
আমরা কোনোদিন ডাকিনি তোমাকে—
অন্ধকারে পার হই আজও সেই নীল সাঁকো
নীচে
প্রবাহতরল লাল আগুনের নদী।

ধর্ম

আমার দুচোখ যদি তুলে নাও, খুলে নাও মেরুদণ্ড, তবু
ধর্ম, আমি তোমাকেই এ বেদীতে বসাবো আবার।
দেখ, সার সার সব মানুষের প্রেতায়িত মিছিল কেমন
নিরক্ত ও নিরাসক্ত চলেছে দিগন্তে—
আমি সম্মুখে দাঁড়াবো

মেরুদণ্ডহীন চক্ষুহীন—
বলবো, ফেরো, দেখ, জীবন কেমন
আমাকে সর্বাঙ্গে ঘিরে বেঁচে আছে, দেখ,
একজন সন্ন্যাসী কতো অনায়াসে এই চোখ মেরুদণ্ড শাঁস
শিষ্য শিষ্যাদের সামনে খুলে নিল, দেখ
একজন সন্ন্যাসী কতো অনায়াসে মন্দিরে আমার
প্রেমিকার সঙ্গে রাত্রিবাস করে চলে গেল, তার
গমনপথের ধুলো চেটে খায় তীর্থের কাকেরা।

নাম

ঈশ্বর আমাকে তাঁর নাম নিতে বলে
সেই যে গেলেন
আর তাঁর দেখা নেই আর তাঁর
কোনো পাত্তা নেই।

আমি তাঁর কথামতো ইচ্ছেমতো এত
ধৈর্য নিয়ে চেয়ে আছি দূরে—
আমার চারপাশে পাতা ঘাস বালি ধুলো
হাওয়ায় হাওয়ায় যায় ঘুরে।

আমি ঈশ্বরের জন্যে যা কিছু আমার
বন্ধুকে দিলাম
রেখেছি নিজের জন্যে শুধু নাম শুধু নাম
শুধু তার নাম।

এই ভোর

এই ভোর এনে দেয় কাষায় বসন কমণ্ডলু
এই ভোর নিয়ে আসে সুগন্ধি বাতাস সজলতা
আমাকে বসিয়ে রাখে জানালায় ধ্যানের মতন
উত্তিষ্ঠিত বলে জাগ্রত জাগ্রত বলে ঃ হাতের আঙুলে
গলে যায় প্রাপ্য আমি গলে যাই সহস্র ধারায়।

পয়লা ফাল্গুন

কথা কি ছিল আমি তোমাকে নিয়ে
পেরোব এরকম সজল গুহা?
তুমি যে বলেছিলে এ পথ দিয়
একদা গিয়েছিল যে অনুসূয়া—
তাকে কি চেনো? আমি চিনি না; শুধু
দেখেছি ব্যাকুলতা ঝরেছে পথে
বকুল ফুলে ফুলে দুপুর ধূ ধূ
পয়লা ফাল্গুন সন্ধ্যা হতে।
কথা তো ছিল তুমি আমাকে আর
অন্বেষণে এই হন্যে হয়ে
ঘুরতে দেবে না এ হাহাকার
মুছাবে অনাহত যেকোনো লয়ে।
দেখো তো সেই মাঠ সন্ধে হলো
চাঁদের লজ্জা কি ঢাকলো মেঘে?
কাদের চুম্বনে কাঁপলো বলো
নীরব মৃত্তিকা, উঠলো জেগে!
আমরা হেঁটে যাই দুপাশে ঝরে
হলুদ লাল পাতা কোথাও নদী
রয়েছে যেন, তারা আকাশ ভরে
পয়লা ফাল্গুন আসত যদি!
যা যায় যায়, তার পাবে না দেখা
বৃথাই যাই ওই মায়াবী মাঠে
বিকেল গিয়ে নামে সন্ধ্যা, একা
আকাশ নিয়ে কারো রাত্রি কাটে?

অনেকদিন

অনেকদিন হলো দাঁড়িয়ে
ঘুমোইনি সারারাত জানো তো
দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়
তাকিয়ে আছি দূর প্রান্তে
যেখানে এ মাটিকে চুম্বন
করেছে আকাশের দুটি ঠোঁট
যেখানে জ্বলে নিভে জ্বলেছে
লক্ষ কোটি নীল তারারা
রোমাঞ্চিত হাত রেখেছে
বাতাস ঘুমন্ত নদীতে
স্খলিত বকুলের গন্ধ
ছুঁয়েছে ছলছল স্পন্দন
অনেকদিন জেগে রয়েছি
তোমার পৃথিবীর বক্ষে
ক্লান্ত আর্ত প্রপন্ন
রক্তে ক্ষত বিক্ষত যে
অনেকদিন হলো দাঁড়িয়ে
অনেকদিন হলো দাঁড়িয়ে
অনেকদিন হলো দাঁড়িয়ে

মন্ত্র

আমার সমস্ত মন্ত্র শ্লোকোত্তরা নদীটির জলে ভেসে যায়
সহসা সহসা এক চারুমুখে ফুটে ওঠে গ্লানিতে ও ভুলে।
হে প্রেম, হে ধর্মাধিক প্রেম, আমি এক কণা কিরণসম্পাতে
মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠব না কখনও?
ও অনন্ত, এই গল্প এই ছেঁড়াখোঁড়া গল্প নিঃশেষ হবে না!
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র, আমাকে বাঁচালে কেন তবে সেই গরলরাত্রিতে।

তুমি

এই বিষ পান করে তোমার গলিত মুখ দেখি
এই বিষে স্নান করে তোমার তরল নীল আভা
ধীরে ধীরে ছুঁয়ে দেখি হাতে লেগে যায় অভিমান
তোমার ও দুটি দেবী হাতে মুছে দাও ধীরে ধীরে
আমার প্রারব্ধ পাতা কলঙ্কশীলিত লজ্জা ভয়
দেবীমুখে লেগে থাকে আমার অবুঝ অধিকার
অসহিষ্ণুতার ছাপ অপ্রতিরোধ্যতা হাহাকার
আমার উন্মাদ রাত অচেতন অন্ধ নীল ভোর—
স্বপ্নের মতন নিজে জলস্রোত স্বপ্নের মতন নিচে নদী
আমার এ মণিহীন করোটি কোটর থেকে কখন যে জল
বিন্দু বিন্দু জমে যায়—তুমি না মুছিয়ে দিলে
বুঝতেই পারি না।

ফেরা

দেখা হলো না।
সমস্ত পথ মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি হাওয়া
সমস্ত পথ কী অন্ধকার!
হাঁটছি তো হাঁটছিই—
যেন এর
শেষ কিছু নেই
সান্ত্বনা দেয় পথের তরু শীর্ণ শাখায়
জীর্ণ ডানায় স্তব্ধ পাখি
চোখ থেকে তার
গড়িয়ে পড়া অশ্রুবিন্দু—
শেষ কিছু নেই
শেষ কিছু নেই
এই হাহাকার আকাশজোড়া
বুকের ভেতর ছুটতে থাকে
ঘুরতে থাকে
তারায় তারায় সেই আলোড়ন
এই মণিহীন চোখের জলে
ভাসতে থাকে

সমস্ত পথ বুকের পাঁজর খুলতে খুলতে
শূন্যতা তার
দেখায়, বলে, কোথায় যাচ্ছ?
ব্যঙ্গ করে পোশাক আশাক
জন্মদিনের মৃত্যুদিনের
আর অবিরাম কাছেই কোথাও জলের শব্দ
জলের শব্দ জলের শব্দ
শেষ অবরোধ—
দেখা হলো না।

আর কি মানায়

আর কি মানায় অভিমান? মেঘে মেঘে
বেলা গেছে, দেখ, এবার শরণাগতি—
নিরভিমানের নিবিড়তা আছে লেগে
গাঢ় নীলে! কই জীবনের ক্ষয় ক্ষতি!

সব হীরে হয়ে জ্বলছে তারার মতো
সব সুর হয়ে বেজেছে জীবন জুড়ে
চুপ করে বসো শান্ত ও সমাহিত
ধূপের মতন গন্ধ ছড়াও পুড়ে।

অন্তিম

আমাকে কিছু বোলো না আর আমার ভয় করে
দিনের তাপ রাতের পাপ জীবনে আছে ভরে
আর তো ক'টি পলকা দিন অল্প পরমায়ু
একলা থাক ঃ ক্লান্ত খুব হৃদয়শিরা স্নায়ু
কী যেন ক্ষীণ আশার মতো চোখের নীল জলে—
কী আশা কিছু বুঝি না, কেউ বলেনি কোনো ছলে
জমেছে ঢের বেদনা আর জমেছে এই ঋণ
এবারে শোধ হবে না সব গিয়েছে চলে দিন।
এখন শুধু নির্নিমেষ আমাকে দাও হে অবশেষ
যদি সে এসে চোখের পাতা মুদিত দেখে দ্রুত
আবার যায় তাহলে আর পাঁজভাঙা জীর্ণ হাড়
হবে না ঠিক; সে জানে ছল সে জানে বহু ছুতো।

অরসিকের জন্য

লিখে রাখি সব লিখে রাখি সব লিখি।
সব কি লেখার? যতটুকু বিদ্যুৎ
ছলকায় বুকে জাগায় বজ্রসুখ
ঠিক ততটুকু
তাও সংকেতে খুব।
বাকি চরাচর স্খলিত তারায়
আগুনে রক্তে জলে
পড়ে থাকে
হাওয়া ওড়ায় পালক ছাই।
তুমি কোনোদিন, অরসিক, তুমি যতই চেষ্টা করো,
এই সব বুঝবে না।

জন্মদিনে

জন্মদিনের উৎসবে যেতে অভিমান ছলকায়
মহারাজ, ওরা ব্রাত্য করেছে—
এত নিচু মুখ এত ভয়।
একদিন নিজে এসেছিলে
পায়ে হেঁটে
কাল একবার আসবে না।
তুমি এলে আমি কোনোমতে দেখো বিষণ্ণ থাকবো না
ছেঁড়া সংসারে আনন্দ-পাল তুলে
নৌকো ভাসাব জলে
মহারাজ, তুমি এলে।

আমি চিনি

দেখে না কেউ দেখে না কেউ তবুও ঘাড় তুলে
পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে দ্রোণ
লেখে না কেউ আঁকে না কেউ, লজ্জাটুকু ভুলে
সন্ধ্যা, তুমি খুলেছো চুল বুকের আবরণ।
বাঁচে না কেউ বাঁচেনি কেউ তবুও ভেসে যায়
বুকের ওপর পা তুলে দেয় নারী
অন্ধকারে ঊষর মরু পথ খুলে দেয় তাকে

অকূল জলে স্বপ্ন দেখায় উটের ধূসর সারি।
দেখে না কেউ অথচ রোজ তোমার চোখে ভয়
যমুনা, সেই জলে নামেন তিনি—
কে যেন তাঁর সঙ্গে থাকে ঠাহর করা কঠিন, শুধু তার
লুটিয়ে থাকা বেদনা আমি চিনি।

তোমার ঘুমন্ত সুখে

তোমার ঘুমন্ত মুখে লেগে আছে গ্রামীণ উৎব।
অন্ধকার প্রান্তরের তরুতলে জ্বলেছে আগুন—
কারা এই শীত রাত্রে ঘিরে আছে অমন নির্জন?
আমি দূর থেকে দেখব আমি কাছ থেকে দেখব
নাকি আম কোনো রাত্রে এই দৃশ্যে চোখ রাখবো না!
অর্ধেক আকাশ জুড়ে ভাঙাচোরা মেঘের কঙ্কালে
বাকিটুকু চাঁদ তার চোখের সজল ঢেলে রেখেছে একাকী
তোমার ঘুমন্ত মুখে লেগে আছে গ্রামীণ উৎসব।
মাদলের দ্রিমি দ্রিমি মেদুর জ্যোৎস্নার ঢল চিতা
বনের গাছের শাখা প্রশাখা জড়িত রাত ভোর
পাথুরে পথের রেখা মাটির নিঃশ্বাস মিছে ভয়
আদিম নাচের তালে পা ফেলে পা ফেলে অনুভব
তোমার ঘুমন্ত মুখে লেগে আছে গ্রামীণ উৎসব।

নদী থেকে নদী

আমি ধৈর্যহীন তাই ঢের হল বলে উঠে যাই
কাঁসাইয়ের কালো জলে পাথুরে সিঁড়িতে পায়ে পায়ে।
শুনি না কাতর কণ্ঠে গন্ধেশ্বরী নদী ডাকে কিনা
দেখি না জটিল ঝুরি অন্ধকারে চেয়ে আছে কিনা
শীর্ণ সরু শাদা পথ মজা খাল শ্যাওলাদাম দীঘি।
চুপি চুপি পার হই বিকেলের নিবিড় প্রান্তর।
হাওয়ায় ফিসফিস করে জড়ো ঝাউ, গান করে ওঠে
শাখা প্রশাখার নীল বেতবন নিভে যাওয়া চিতা
একাকী শিমুল, ডালে বসে থাকা অন্ধ পেঁচা চিল।
কতদূর আসা হল? কোথায় যাবার কথা ছিল?
কাঁসাই বলে না কথা, ক্ষীণস্রোত, গর্ভের পাথর
ধাপে ধাপে নেমে যাই নদী থেকে নদীর ভিতরে।

আজ থেকে

এখন তোমার কাছে যেতে বড়ো ভয়
তাছাড়া এসেছি অনেক অনেক নীচে
অভিমান কাঁপে সারাটা জীবনময়
শুধু ভুল শুধু ভুল পড়ে আছে পিছে।

এমন একাকী এমন একাকী আর
কখনও লাগেনি, ও মধুর, বড়ো একা
আমার এ পথে এত ফুল বেদনার।
এত বেশি ভুল! কেন হয়েছিল দেখা।

কে যায় কোথায়? কাছে দূরে কিছু আছে?
কার অভিমান, ও মধুর আনমনা?
দেখা কি হয়েছে? জন্মান্তরে পাছে
দেখা হয়, তাই আমি যাই, আসব না।

আমি যাই। তুমি একদিন মনে কোরো
এইখানে ছিল আমাদের ভাঙা বাড়ি
বাগানে বোগেনভিলা ছিল থরো থরো
লেভেলক্রসিং পেরোত রাতের গাড়ি।

ও মধুর, তুমি আমাকে একলা রেখে
আকাশের নীলে ছড়ালে মৃত্তিকায়
অমর্ত্য ঋণ, আমি যাই, আজ থেকে
কোনো ফুল বলো ঝরবে না বেদনায়।

সহজ পাঠ

ভোরের ফুলের কাছে গিয়ে বলি, আমাকে শেখায়।
ঘাসের শিশির বিন্দু ছুঁয়ে বলি, আমাকে নেবে না?
মায়ের অনবসিত যন্ত্রণার কাছে গিয়ে চুপচাপ বসি
দেখি, প্রজাপতি পাখি প্রার্থনার মতো উড়ে যায়
যেখানে আকাশ নীল ভালবাসা অফুরন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে—
দুঃসাহসে ভয়াবহ ঘূর্ণীকে বলেছি, শক্তি দেবে একটুখানি?
চুপি চুপি কেটে ফেলব আসক্তি অপেক্ষমান ভয়!

আমাকে অগ্রাহ্য করে হেসে ওঠে রাত্রির শাখায় যত ফুল
চুল এলোমেলো করে বেজে ওঠে এক মুঠো হাওয়ার নূপুর
চিতার আগুন লাল জিভ কাটে আমার বোকামী দেখে দেখে
কাঠবেড়ালীও যেন হাততালি দেয় ঝাউডালে
বলে, আজও একই ক্লাশে রয়ে গেছো? আমি
অত্যন্ত হতাশ হয়ে নেমে যাই জটিল বটের ঝুরি ধরে
ভীষণ পার্বত্য সেই নদী জলে ভেসে যাবে বলে একা একা—
সহসা তুমুল হাওয়া আমাকে ভাসায় বলে, ভুল,
তোমাকে সবাই খুব ভালবাসে, ওই দেখ চাঁদ
তোমার সঙ্গেই নীচে নেমে গেছে ভেলার মতন নদী জলে
দেখ ওই অন্ধকার খামে মোড়া তাঁর মনোনয়নের চিঠি
তারায় তারায়, তুমি ব্যর্থ নও, তোমার কবিতা ছাপা হবে।

অতৃপ্ত ঈশ্বর

অতৃপ্ত ঈশ্বর, শুধু কেড়ে নিতে ভালবাসো তুমি
তাই আজ হারিয়ে গেছে আমার সে মায়াময় মাঠ
মায়াবী চুম্বনগুলি রোমাঞ্চিত আনত আকাশ।
তোমার অতৃপ্তি ভেঙেচুরে নিয়ে চলে গেছে কবে
আমার গ্রামের বাড়ি ধান ক্ষেত করুণার নদী
আমার পিতার দেহ স্নেহময় চৈত্রের চিতাতে।
বৃথাই তর্জনী তুলে দেখিয়েছ পাপবোধ অপরাধবোধ
কেড়ে নিয়ে ছড়িয়েছ আমার অশান্ত ছেলেবেলা
আমার প্রেমের রাতে, কাপালিক, বলি দিয়েছিলে
আমারই বিশ্বাস শান্তি ধর্মভয় শরণাগতিকে।
তুমি কেড়ে নিয়েছিলে এই জন্ম জন্মান্তর আর
অস্তিত্বের বিপন্নতা, তবু কিছু বলিনি কখনও
উন্মাদ ঘুরেছি পথে পথ থেকে ভেঙেছি শিবির
ধর্ম ও অধর্ম ছেড়ে ঃ হে আমার প্রতারক প্রভু
কেড়েছ সর্বস্ব কেড়ে সর্বস্বান্ত করেছো নিজেকে।

সবই

এই যে এলে না আর : কোলাহলে ভরে গেল ঘর
আলোই জ্বললো না হয়তো কোনোদিন, সারারাত ছাদে
তারাদের দিকে চেয়ে কেটে গেল বিষাদের শিশিরে কেবল
ভিজিয়ে বুকের তলে আগুনের অভিমান রাগ—
এরও এক মানে আছে, মানে আছে ছিঁড়ে ফেলা ক্ষোভে
এক একটি জবার মতো আয়ু সূর্য; যাকে তাকে ডেকে
ধর্মাধিক প্রেম তুলে দেওয়া লোভী আতুর দুহাতে?

সবই তো এলে না বলে সবই তুমি এসেছিলে বলে।

আমি ও তুমি

এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এখনও তোমার কথা বলি।
এখন কালবেলা। কেউ নাম নেয় না জানো তো, তোমার?
নেবে কি, আমাকে দেখে হেসে ওঠে ওরা
আমারও নিজের খুব হাসি পায়, শুধু
দুচোখ পাকিয়ে ওই নির্বন্ধের মতো একা ধূসর পাখিটি
এমন তাকায় যে
আমি কোনোদিকে যেতেই পারি না
লুকিয়ে গেলেও দেখি সেই পথ গিয়েছে তোমার দিকে ঋজু।
এখন আমার কাছে কেউ নেই, এখন বিকেল
গাছের ছায়াটি খুব দীর্ঘ হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে
যেন আর আমাকে তার শুশ্রূষার প্রয়োজন নেই
এবার সত্যিই সন্ধে হবে
অন্ধকারে ঢেকে যাবে আমার চারপাশ
দূরে দূরে আলোকের মালা
দুলে উঠবে উৎসবের রাত
আকাশ তরুতরলে এই রাতে ঘুমিয়ে গেলে কি
একা একা
আমার মলিন চুলে তুমি রাখবে হাওয়ার আঙুল
চারপাশে ছড়াবে নীল তারাদের ফুল!

ছুটি

আমার সমস্ত পথ দেখেছি তোমার কাছে গেছে
আমার সমস্ত ভুল ফুল হয়ে ফুটেছে তোমার
আমার সমস্ত দুঃখ দেখেছি তোমার উত্তরীয়—
নানা ছলে তুমি এসে কেড়ে নিলে মায়াবী দুপুর।
এখন বিকেল বেলা। এখন বিষণ্ণ। ছুটি হবে।
ছুটি হলে কোথায় যাব? আমার কোথাও বাড়ি নেই।
আমার কেবল পথ; হে অশেষ, ঠিকানাবিহীন।

একদিন

একদিন একজন কথা বলবে রাত্রির কিনারে
ঝুঁকে থাকা নিচু একা তোমার উদ্দেশে
বলবে : আয়, এই নদী মায়াবিনী, দেখ,
এর অন্ধকার চুলে ডুবে গেছে তারারা কেমন
আর ঠিক তখনি তো চাঁদ থেমে নেমে যাবে জলে
একদিন একজন নিঃশব্দে আবৃত্তি করবে তোমার কবিতা।

সে দৃশ্যে বাঁচে না কেউ

সে দৃশ্যে বাঁচে না কেউ। যদি বাঁচে, উন্মাদের মতো।
আমি দিব্যি সুস্থ আছি স্বাভাবিক আছি।
তবে কি ব্রহ্মজ্ঞ কিংবা স্থিতপ্রজ্ঞ আমি?
ওসব কথার অর্থ 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'-এর মতো।
শুধু দেখি মাঝে মাঝে রাত্রি ফেটে যায়
হাওয়ার শীৎকারে, ঝরে আনন্দসজল কোজাগর
আর আমি বিস্ময়ের লতাগুল্মজাল ঠেলে ঠেলে
প্রবল পৌরুষে চলি বীরাচারী তান্ত্রিকের মতো
দেখি অস্থি করোটিতে পিঙ্গল জটায় সাপে তাকে
আশ্চর্য ভাস্কর্যে যেন—আমি লক্ষ পাকে
জড়াই শরীর মুচড়ে, হেসে ওঠে বজ্রসংবেদনে
সে আমার বুক ভেঙে বুকের পাঁজর ভেঙে ভেঙে ...

একদিন

একদিন এই আলো নিভে যাবে দুটি চোখ হতে
একটি ঘাসের ফুল দুলে দুলে ডাকবে না আর
একটি পাখির ডাক বাগানের গাছে গাছে পথে
যদি না শ্রবণে আসে? অন্ধকার শুধু অন্ধকার!

একদিন এই হাত কারো হাতে কেঁপে উঠবে না
একটি চুম্বন আর শিহরিত করবে না নদী
একটি চিঠির জলে শতদল আর ফুটবে না!
রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শহীন সেই দিনে যদি

তুমি না হৃদয়ে জ্বালো প্রেমের প্রদীপ, মনে মনে
যদি না রঙিন করো অন্ধকার ওই উত্তরীয়
যদি না ভরিয়ে দাও সুরে সুরে তোমার ভুবনে
কী হবে তাহলে বেঁচে : তার চেয়ে মৃত্যু ঢের প্রিয়।

চেতনার রঙে সব রঙিন নক্ষত্র কাঁটালতা
দুঃখ ও মৃত্যুকে ধুয়ে বয়ে যায় আনন্দের আলো
স্পর্শের অতীত তুমি মৌন মূক শান্ত নীরবতা
হে সত্তা, থাকুক এই পৃথিবীতে অন্ধকার কালো

একদিন এই প্রেম অনিঃশেষ জন্মের মৃত্যুর
কোলাহল থেকে তাকে ডেকে নেবে নিঃশব্দে সুদূর।

আগুন

তুমি যে আগুন আমি কখনও কি জানতাম, বলো।
দেখ, ডানা ঝলসে গেছে কালো হয়ে গেছে সারা দেহ
আমি শুধু আলোকিত অভিভূত ব্যাকুল বিহ্বল।
তোমার ও চুল খুলে ঢেকে কেন দিয়েছো আকাশ
বিদ্যুতের মতো তীব্র ছুঁয়ে যাও আমার ওষ্ঠের হাহাকার
আবার মায়াবী মাঠে চারুমুখে মৃত্তিকায় ঝুঁকে।

কাঁসাই

অনেকদিন অপমানের পথ
ভেঙেছ ঢের মেখেছ ঢের বেশি
দুপায়ে ধুলো মাথায় রুখু চুল
অনধিকারী এসেছ কোনদেশী!

ছিঁড়ে ও খুঁড়ে আহত সত্তাকে
খুঁজেছ কিছু গভীর অভিমানে
ছেয়েছে লতাগুল্ম ধুলোবালি
দেখেছে কেউ দেখেছে তোমাকে কি?

তোমাকে রোজ নিচু মাথায় পথে
মৃদু গলায় গাছের ছায়াতলে
দেখেছে লোক বিপজ্জনক বাসে
পেরোচ্ছ গ্রাম গ্রামান্তর নদী

বসেই আছো কাঁসাই তীরে একা
পায়ের নীচে পাথর শুধু পাথর
সকাল গেছে দুপুর গেছে বিকেল
ফুটে উঠছে একটি দুটি তারা

শুয়েই আছো ঘাসের জঙ্গলে
মাংস খেয়ে গিয়েছে জন্তুরা
পিঁপড়ে খেয়ে নিয়েছে দুই মণি
বাতাস হাসে কঙ্কালের হাড়ে

আসে না আর তোমার কাছে কেউ
কেবল এক তামাম তান্ত্রিক
পান করে যায় কাঁসাই নদীর জল
ওষ্ঠ রেখে তোমার করোটিতে।

কৃপা

এই যে কৃপা আমি কী করে একে
যত্নে বুকে বলো লালন করি
ভেবেছি সোজা যেই, গিয়েছে বেঁকে
উঠেছি যেই ডুবে গিয়েছে তরী

যখনই সুখে চোখ বুজেছি আর
ভেবেছি পথে নেই তেমন ভয়
অমনি বিনা মেঘে বজ্র তার
পড়েছে মাথাতেই স্বপ্নময়

সারাটা দিনমান পথে ও পথে
আঘাত বঞ্চনা ও অপমান
এখন সন্ধ্যায় যেকোনো জাতে
ধুলো ও বালি ধোব করব স্নান

ইচ্ছে ছিল। কিছু থাকতে নেই
স্নানের ইচ্ছাও? নির্বাসনা,
ফিরতে হবে তবে এই ভাবেই?
কোথায় ফিরে যাব হে আনমনা?

এই যে কৃপা করে খুলেছ চোখ
দেখিয়ে দিয়ে গেছ যা দেখা পাপ
বলেছ বার বার রাত্রি হোক
দেখবি মুছে যাবে মনস্তাপ

ধর্মজিজ্ঞাসা বিষের ভাঁড়
রইল পড়ে শাদা করোটি হাড়।

যমুনা

কিছুতেই মুছে দিতে পারি না যে নিঃশ্বাসের দাগ
শ্রাবণের জলে ঝড়ে দিনরাত পথে পথে ঘুরে
কিছুতেই ওঠে না যে দুচোখের ব্যাকুল পরাগ
আমার দুচোখ থেকে, দুপুরের পায়ের নূপুরে
কিছুতেই থামে না যে আমাদের দুজনের হৃদস্পন্দন
সম্ভবত বাঁচবে না আত্মঘাতকামী দুটি অবিমৃশ্য মন।

তোমার ছবি

তোমার কোনো ফটো নেই
তাই আমার দেওয়াল শাদা।

কিন্তু তোমার অজস্র ছবি আছে
সেগুলি টাঙাই না।

জন্মহীন মৃত্যুহীন তোমার শরীর
আমি নিজের হাতে ভস্ম করেছি

আমার ও শরীরের ভস্ম ভেসে যাবে ...

আমরা মিশে যাব কারণে

সপ্ততারা ছড়িয়ে দেবে আমাদের ছবিগুলি
তৃণে ও তারায় তারায়।

কথামৃত

শুধু কথামৃত পড়ো, আমাকে, শোনাও যদি পারো
এ কবিকে, এই আমার পিপাসাকাতর করতল—
রোজ রাতে যখন এ জগৎ ঘুমোয়, তুমি তারও
আরও একটু পরে এসো আমাকে শোনাও অবিরল।